রাণীভবানী

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয়—শনিবার, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৪২

[illegible]

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম্‌-এ

ডি, এম, লাইব্রেরী

৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

প্রকাশক
গোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী,
৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

Naba Kumar Garai.

প্রিণ্টার
শ্রীআশুতোষ ভড়
শক্তিপ্রেস
২৭।৩ বি হরিঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

নিজের চোখে যাঁদের ভোলানাথ ও অন্নপূর্ণার মত দেখেছি—আমার সেই পরমারাধ্য—

স্বর্গত দাদামশাই ও দিদিমার

পুণ্য-স্মৃতি স্মরণে—

দাদামশাই-দিদিমা,—

আপনারা দু'জনেই আজ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। ফরিদপুরে গেলে এখনও চোখে পড়ে আপনাদের সেই মাটীর ঘর…যার একধারে গাঙের কোলে বুড়ো বট ও সজনে গাছ আকাশ পানে বাহু মেলে দাঁড়িয়ে আছে…আর একধারে খোলা জানালার নীচে সন্ধ্যা-মালতী ও বুনো নেবুর ঝাড় মাটীর গন্ধের সঙ্গে ভেজা-গন্ধ মিশিয়ে রয়েছে। ঐ গাছে অগুন্তি জোনাকী জ্বলতো, সেইদিকে চেয়ে চেয়ে প্রতি সন্ধ্যায়…দিদিমা, আপনার কোলে শুয়ে সাতরাজ্যের রূপকথা শুনতুম ;...দাদামশাই, আপনার কাছে শুনতুম রামায়ণ, মহাভারত কথা। শিশু-জীবনে যে কল্পনার ফসল আপনারা বপন করেছিলেন—তারই একটি ফুল নিবেদন করলুম আপনাদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে। স্বর্গের ফুল-সুরভিত পথে চলতে...এই মাটীর ফুলের গন্ধ কি একটীবারও আপনাদের উন্মনা করবে না ? ইতি—

চিরস্নেহপালিত

নবকুমার সরাই

প্রথম অভিনয় রজনীর

সংগঠনকারীগণ

সত্বাধিকারী—	শ্রীসলিলকুমার মিত্র, বি-কম !
প্রয়োগশিল্পী—	শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম. এ ।
মঞ্চশিল্পী—	শ্রীপরেশচন্দ্র বসু ।
সুরশিল্পী—	সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র ও প্রণব দে
নৃত্যশিল্পী—	শ্রীললিত গোস্বামী ।
মঞ্চতত্বাবধায়ক—	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ।
রূপসজ্জাকর—	শ্রীনন্দলাল গাঙ্গুলী ।
আলোক সম্পাতকারী—	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ।
আবহ সঙ্গীত নিয়ন্ত্রক—	শ্রীদুলাল মল্লিক !
যন্ত্রীসঙ্ঘ—	শ্রীবিদ্যাভূষণ পাল।
	শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য ।
	শ্রীমথুরামোহন শেঠ ।
	শ্রীললিতমোহন বসাক ।
	শ্রীবসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় ।
	শ্রীফণীভূষণ শীল ।
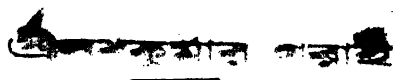
Naba Kumar Garai

শিল্পীসঙ্ঘ

রায় রায়ান দয়ারাম	শ্রীজয়নারায়ণ মুখার্জি
রাজা রামকান্ত	শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যো
দেবকীপ্রসাদ	শ্রীসিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী
সিরাজদ্দৌলা	শ্রীভূপেন চক্রবর্ত্তী
মিরজাফর	শ্রীসনৎ মুখার্জ্জি
জগৎশেঠ	শ্রীগোষ্ঠ ঘোষাল
রাজবল্লভ	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য
মোহনলাল	শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র	ব্রজেনবাবু
রামকৃষ্ণ	মাষ্টার সতু
মহম্মদী বেগ	শ্রীবিমল ঘোষ
নকড়ি সামন্ত	শ্রীমুরারী মুখার্জি
যাদব ঘোষাল	শ্রীভোলানাথ শীল
নীলমণি	শ্রীঅনিল রায়
দানশা ফকির	শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
সাধু মস্তরাম	শ্রীমঙ্গল চক্রবর্ত্তী
ভৈরবানন্দ	শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য
রুদ্রানন্দ	শ্রীগোষ্ঠ ঘোষাল
অন্যান্য ভূমিকায়	নলিন বাগ, ভোলানাথ, নরেন, কেষ্টদাস, প্রসাদ, সন্তোষ
রাণীভবানী	মিস্ লাইট

সীতাদেবী	শ্রীমতী উষা দেবী
লুৎফাউন্নিসা	শ্রীমতী বীণাদেবী
কল্যাণী	শ্রীমতী তারকবালা
নর্ত্তকী মদালসা	রূপলেখা ব্যানার্জি
পাগলিণী	শ্রীমতী দুর্গারাণী
সখি সঙ্ঘ	সরসী, লীলাবতী, তারকবালা, বীণা, শেফালি, ইরা, হাসি, পারুল, বিজলী, রবি, পুষ্প, মীণা, চপলা, নলিনী।

চরিত্র পরিচয়

রায় রায়ান দয়ারাম	নাটোরের দেওয়ান
রাজা রামকান্ত	নাটোরেশ্বর।
দেবকীপ্রসাদ	ঐ খুল্লতাত-পুত্র
যাদব ঘোষাল, নীলমণি	দেবকীপ্রসাদের বন্ধু
নকড়ি সামন্ত	জনৈক জালিয়াৎ
রামকৃষ্ণ	সাধক ; রাণীভবানীর দত্তক পুত্র
মস্তরাম	সন্ন্যাসী নেতা
ভৈরবানন্দ, রুদ্রানন্দ	ঐ শিষ্য
সিরাজদ্দৌলা	বাংলার নবাব
জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মোহনলাল, সীপাহ-শালার জাফর আলি।	
মহম্মদী বেগ	সিরাজের দেহরক্ষী
দানশা	ভণ্ড ফকির
রাণীভবানী	নাটোরের রাণী
সীতাদেবী	দেবকীপ্রসাদের স্ত্রী
লুৎফাউন্নিসা	সিরাজের বেগম
কল্যাণী	নাটোরের অন্তঃপুরিকা
মদালসা	নর্ত্তকী

রাণীভবানী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রায় রায়ান দয়ারামের শয্যাগৃহ। একধারে ভিত্তিগাত্রে লোহার সিন্দুক। শয্যায় বৃদ্ধ রায় রায়ান অর্দ্ধশায়িত, আসন্ন সন্ধ্যা···নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি...দয়ারাম উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন! বলিলেন,···সন্ন্যাসীর গান! সাধু মন্তরাম—সাধু মন্তরাম। এমন সময় পার্শ্বের দরজা দিয়া নাটোরের ছোট বৌরাণী সীতা দেবীর প্রবেশ। রায়রায়ানকে ডাকিলেন তিনি...]

সীতা। কাকাবাবু—কাকাবাবু—

দয়া। কে! ও! ছোট বউরাণী! এসো মা, বসো।

সীতা। থাক···ব্যস্ত হবেন না।

দয়া। কৈ...ভবানী মা আজ সারাদিন এলেন না!

সীতা। দিদি জয়কালীর মন্দিরে প্রণাম করে আসছেন; আমায় বললেন, বাইরের হিমে তোর ঠাণ্ডা লাগবে সীতা, তুই বরং কাকার কাছে খানিকক্ষণ বোস গে···মায়ের মন্দির থেকে ফেরবার পথে আমি তাঁর খবর নিয়ে যাব'খন!...আজ কেমন আছেন কাকাবাবু!

দয়া। কেন! বেশতো আছি...খুব ভাল...হ্যাঁ খুবই ভাল! গায়ে একটুও জ্বর নেই—

সীতা। কিন্তু আপনাকে বড় উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে—

দয়া। উদ্‌ভ্রান্ত!

সীতা। এই কদিনের অসুখে চোখে মুখে কালি পড়েছে...বয়স যেন আরও দশবছর বেড়ে গেছে!

দয়া। বাড়বে না! তোরা আমার বাইরের অসুখটাই দেখলি মা,—কিন্তু আমার মন—এই মনে যে দাগ বসেছে, যে আঘাত লেগেছে এই বুকে—বুঝি এ থেকে আর বৃদ্ধ দয়া-রামের নিষ্কৃতি নেই মা—নিষ্কৃতি নেই!

সীতা। কাকাবাবু—

দয়া। নবাব সরকারে নাটোরের বার্ষিক খাজনা পাঠালুম···তার সর্ব্বস্ব লুঠে নিলে ডাকাতে···একটী কপর্দ্দকও পৌছুল না মুর্শীদাবাদে!

সীতা। সেজন্য ভেবে ভেবে অসুখ বাড়িয়ে কি হবে কাকা? আমার দিদি কি বলেছেন শোনেন নি!

দয়া। কি বলেছেন মা ভবানী—

সীতা। দিদি বলেছেন—নাটোরের রাজভাণ্ডারে টাকা না থাকে দিদি তাঁর গায়ের গয়না বিক্রি করে নবাবের খাজনা পাঠাবেন।

দয়া। ভগবান! এও আমায় শুনতে হ'ল! নাটোরের রাজলক্ষ্মী মা ভবানী গা থেকে অলঙ্কার খুলে দেবেন···তাই আমায় হাত পেতে নিতে হবে—

সীতা। কাকাবাবু—

দয়া। চুপ—অমন কথা মুখে এনো না ছোটবৌরাণী! আজীবন নাটোর সরকারে চাকরী করেছি...রায় রায়ান দয়ারামের সম্মান প্রতিপত্তি সব কিছুর মূলে...এই নাটোরের অনুগ্রহ;

এই নাটোরের বৃত্তি থেকে আমি দিঘাপতিয়ায় নূতন রাজ্যের পত্তন করেছি, দরকার হলে আমার দিঘাপাতিয়া বিক্রি করে নাটোরের খাজনা পরিশোধ করব—তবু মা ভবানীকে নিরাভরণা করতে পার্ব্বনা।

(বৃদ্ধ ভৃত্য মুকুন্দের প্রবেশ)

মুকুন্দ। পেন্নাম হই হুজুর, পেন্নাম ছোট বৌরাণী।

দয়া। কে! মুকুন্দ।

মুকুন্দ। আইজ্ঞে—নবাবী ফৌজ!

দয়া। নবাবী ফৌজ! কোথায়?

মুকুন্দ। দ—দ—দরজায়—আন্দাজ লব্বুই হাজার ফৌজ!

দয়া ও সীতা। সে কি!

মুকুন্দ। আইজ্ঞে মিছে লয়...লিজের চোখে দেখে আলাম!

দয়া। মূর্খ! নব্বুই হাজার ফৌজ আমার বাড়ীর দরজায় কি রে—

মুকুন্দ। আজ্ঞে শুধু দরজায় লয়। বৈঠকখানায় বসে এক হাতে গোঁপে তা দিচ্ছেন...আর একহাতে নবাবের পরোয়ানা দেখিয়ে শাসিয়ে বলছেন—এখন তিনি একা এসেছেন...আর তাঁর পিছনে আসছেন এক কম লব্বুই হাজার! কি হবে হুজুর—

দয়া। ভয় কি! নব্বুই হাজার তো এখনো এসে পৌঁছায়নি—যা...আমার এই শীলমোহর দেখিয়ে পরোয়ানা নিয়ে আয়!

(মুকুন্দের প্রস্থান)

সীতা। কি হল কাকাবাবু! হঠাৎ নবাবের পরোয়ানা...

দয়া। কিছুই তো বুঝতে পারছি না মা! বাকী রাজস্ব দেওয়ার মেয়াদ তো এখনো উত্তীর্ণ হয়নি; তবে কেন—

(মুকুন্দের প্রবেশ)

মুকুন্দ। হুজুর।

[পরোয়ানা দিল ও দেওয়ানের তাহা পাঠ]

দয়া। আশ্চর্য্য! মিছে কথা! এ হতে পারেনা—

মুকুন্দ। কি হুজুর, লব্বুই হাজার কি তবে—

দয়া। তুই যা, দূতকে বলগে—আমি এই মুহূর্ত্তে এর উত্তর লিখে দিচ্ছি—

(মুকুন্দের প্রস্থান)

আমার কলম দান—কলম দান—না লিখে হবে না—নিজে যাবো...নিজে যাবো—

সীতা। ব্যাপার কি কাকা!

দয়া। বড় ভীষণ সংবাদ মা! নাটোরের বার্ষিক আয় দেড় কোটী মুদ্রা—সেই হিসেবে নবাব সরকারে আমরা এত-কাল রাজস্ব দিয়ে আসছি! কোন্ দুর্বৃত্ত নবাব আলী-বর্দ্দীকে বুঝিয়েছে—নাটোরের আয় সাড়ে চার কোটী টাকা; সেই মর্ম্মে সে নবাব সরকারে দলিলপত্র হাজির করেছে! আমরা নাকি এতকাল নবাব সরকারকে প্রতারিত করেছি, তাই বিপুল অর্থের দাবী নিয়ে এসেছে এই পরোয়ানা। কালবিলম্ব না করে মুর্শীদাবাদে প্রার্থিত অর্থ না পাঠালে রাজা রামকান্তকে সিংহাসনচ্যুত হতে হবে—নাটোর রাজ্যেয়াপ্ত হবে—

সীতা। কি হবে কাকা! কেমন করে—

দয়া। ভয় কি মা! দুর্বৃত্তের চক্রান্ত জাল আমি ছিন্ন করব—এই দেখ, দেয়ালে-গাথা লোহার সিন্ধুক—ওতে যে দলীলপত্র আছে তাই নিয়ে আমি আজই মুর্শিদাবাদে যাত্রা করব—নবাবের কাছে যে কাগজপত্র গেছে তা জাল! ওই মূল দলিল দেখিয়ে প্রমাণ করব···নাটোর নবাব সরকারকে প্রতারিত করেনি।

সীতা। ওই সিন্ধুকে মূল দলিল আছে!

[জানালায় দুটি ছায়ামূর্ত্তি দেখা গেল; তারা উৎকর্ণ হইয়া আলোচনা শুনিতে লাগিল]

দয়া। রায় রায়ান দয়ারামের বুকের পাঁজরা ওই দলিল; বিশ্বাস করে রাজবাড়ীর দপ্তরখানায় রাখতে পারিনি—রেখেছি নিজের শয্যাগৃহে ওই সিন্ধুকে! আর ওর চাবি? ওর চাবি মাথার নীচে রেখে ঘুমোই মা, মাথার নীচে রেখে আজ বিশ বছর পাহাড়া দিচ্ছি! এখানে বোস মা, আমি নবাবের দূতকে বিদায় করে আসছি—

সীতা। কিন্তু আমার কেমন ভয় লাগছে কাকা!

দয়া। ভয়! দেওয়ান দয়ারাম রায় এখনো তো মরেনি? নাটোরের কুললক্ষ্মীর ভয় কিসের তবে—

(দেওয়ানের প্রস্থান)

[সন্তর্পণে দেবকী প্রসাদ ও জালিয়াৎ নকড়ি সামন্তের প্রবেশ]

দেবকী। সীতা—

সীতা। কে! একি! তুমি কখন এলে—

দেবকী। এই খানিক আগে! মুর্শিদাবাদে বাইজীদের নাচগান

আর ভাল লাগলো না। তাদের তুলি দিয়ে রং-করা ঠোঁট আর সুরমা আঁকা কাজল চোখ দেখে দেখে চোখ পচে গেল! তাই তো এলুম নাটোরে ফিরে আমার বর্ষাধোয়া বনমল্লিকার মাধুরী দিয়ে দু চোখ ভরিয়ে নিতে। কিন্তু এসে দেখি..."মোর বাগানের ফুল দেওয়ানের উপবনে।"

সীতা। তুমি চুপ কর—

দেবকী। কেন? ওঃ—এঁকে দেখে লজ্জা হচ্ছে? আহা, ইনি যে আমার প্রাণের দোস্ত নকুমামা! মুর্শিদাবাদ থেকে এঁকে কুড়িয়ে এনেছি! তুমি এর ভাগ্নে বৌগো...ভাগ্নেবৌ—এঁকে লজ্জার কিছু নেই। কি বল নকুমামা, আছে?

নকু। না, আমায় লজ্জা কি মা—

সীতা। আমি যাই—

দেবকী। সেকি—আড়াল হতে শুনলুম, দেওয়ান যে তোমায় বস্‌তে বলে গেল!

সীতা। ওঃ, হ্যাঁ—তুমি যাও, এঘরে আমায় দয়ারাম কাকা পাহাড়া রেখে গেছেন—তিনি এলেই আমি যাচ্ছি—তুমি প্রাসাদে যাও!

দেবকী। তা কি হয়! আমার যে দেওয়ানজীকে বড় দরকার, দেখা না করে তো যেতে পারিনা! আমাদের সাম্‌নে দাঁড়াতে আপত্তি হয় তো তুমিই বরং প্রাসাদে যাও, আমরা দিব্যি পাহাড়া দিচ্ছি—কি বল নকু মামা?

নকু। তা দেব'খন···ভাল করেই—

দেবকী। যাওনা, সংয়ের মত দাঁড়িয়ে কেন আর! তবু দাঁড়িয়ে? কি—কিছু জিজ্ঞাসা করবে?

সীতা। তুমি তুমি...মুর্শিদাবাদ থেকে—

দেবকী। ওঃ বুঝেছি—হাঃ হাঃ হাঃ

সীতা। কি—কি বুঝেছ !

দেবকী। মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরছি—তোমার সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে দেখা হল কিনা সেই খবর...না ?

সীতা। সিরাজদ্দৌলা !

দেবকী। ভাল আছেন—নবাব আলীবর্দ্দীর সোহাগে লালিত তরুণ সিরাজ সিরাজি আর বুলবুলী নিয়ে মুর্শিদাবাদের হিরা-ঝিলে রাসমঞ্চ তৈরী করে বিহার কচ্ছেন।

সীতা। আঃ কি বলছ; সিরাজের নামে এ মিথ্যা কুৎসা রটনা করে তোমার কি লাভ? তোমার মুখে কিছু আটকায় না?

দেবকী। শুনে বড় দাগা পাও বুঝি…না ?

সীতা। হ্যাঁ—কষ্ট হয়…আমার বড় কষ্ট হয়।

দেবকী। কেন ?

সীতা। কারণ সিরাজ আমার ভাই—

দেবকী। ভাই ! হাঃ হাঃ হাঃ।

সীতা। আমার পিতা নবাব আলীবর্দ্দীর প্রিয় ওমরাহ ছিলেন—বাল্যে ঐ সিরাজের সঙ্গে একসঙ্গে খেলা করেছি, সে আমার ভাই—আমি তার ধর্ম্ম বহিন্।

দেবকী। হাঃ হাঃ হাঃ—

সীতা। তুমি অমন করে হাস্‌ছ যে ?

দেবকী। নাঃ, হাসছিলুম এই ভেবে যে সারা বাংলা মুলুক খুঁজে আমার সতী সাবিত্রী ভাইটাকে জুটিয়েছেন ভাল।

সীতা। তুমি চুপ কর, তোমার পায়ে পড়ি চুপ কর।

দেবকী। আচ্ছা, চুপ কর্চ্ছি—আর কথাটি কইব না—তুমি যাও।

সীতা। কিন্তু তুমি—

দেবকী। বল্লুম যে...দেওয়ানের সঙ্গে বিশেষ গোপনীয় কাজ; প্রয়োজন সেরেই চলে আস্ছি প্রাসাদে। ভয় কি! যাও সীতা, আমি স্বামী...আমি তোমার জলজ্যান্ত দেবতা... আমার অনুরোধ তুমি উপেক্ষা করবে? ছি ছি সীতা, রাণীভবানীর কাছে তুমি এই শিক্ষা পেয়েছ?

সীতা। নাঃ—আমি যাচ্ছি—

(সীতার প্রস্থান)

নকু। বুড়ো শালিকটা ঐ সিন্ধুক দেখাচ্ছিল মা লক্ষ্মীকে? চাবী পেয়েছি? খুলি সিন্ধুক!

দেবকী। কিন্তু ধরা পড়ি যদি তখন কোন অস্ত্র চালাবে মামু?

নকু। এই যে সঙ্গে আছে—

(কাগজ দেখাইল)

দেবকী। দেখো কিন্তু—শেষে দুকুল হারিয়ে না বসি।

নকু। ভয় নেই—নবাব আলীবর্দ্দী নিজে বলতে পারবে না যে এ স্বাক্ষর জাল! আঠারো বচ্ছর ধরে জালিয়াৎ তেলেঙ্গা ওস্তাদের কাছে হাতছাপাই শেখা বাবা!

দেবকী। আঠারো বচ্ছর!

নকু। নিশ্চয়—আঠারো বচ্ছরের শিক্ষা, আর ৩১···বৎসরের ব্যবসা...

দেবকী। রোসো—হিসেব করে নিই। আঠারো আর ৩১···মানে—একুনে উনপঞ্চাশ বছরের পাকা জোচ্চোর তুমি! বহুৎ আচ্ছা, খোলো সিন্ধুক ..

[নকু সিন্ধুক খুলিতেছিল ; এই সময় দেওয়ানের প্রবেশ]

দয়া। কে ! কে ওখানে !

দেবকী। ঐ যাঃ, কম্ম ফতে ! বাবা উনপঞ্চাশী জোচ্চোর, তাল সামলাও—

দয়া। দেবকী প্রসাদ ! তুমি আমার শয্যাগৃহে কেমন করে এলে !

দেবকী। কেন,পায়ে হেটে—সোজা আমার কুললক্ষ্মীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে !

দয়া। তোমার সঙ্গী—

দেবকী। আমার মুর্শিদাবাদী মামা—

নকু। আজ্ঞে, শ্রীমান্ নকড়ি সামন্ত।

দয়া। মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত জালিয়াৎ—

দেবকী। বিখ্যাত রত্ন বলুন—মুর্শিদাবাদের পথের ধূলো থেকে আমি এটিকে কুড়িয়ে এনেছি।

দয়া। হুঁ ! কি উদ্দেশ্যে আমার সিন্ধুক খুলছিলে !

দেবকী। আজ্ঞে, দলিলগুলো একবার দেখা প্রয়োজন যে—

দয়া। দলিলে তোমার প্রয়োজন ?

দেবকী। তা থাকতে পারে বৈকি !

দয়া। দেবকী প্রসাদ ! তাহলে এ কাজ তোমার !

দেবকী। কি—

দয়া। নবাব সরকারে তুমি জাল দলিল পেশ করেছ···নবাবকে তুমিই বুঝিয়েছ যে নাটোর সরকার তাঁকে এতকাল রাজস্ব সম্পর্কে প্রতারিত করেছে···

দেবকী। আমি—

দয়া। তুমি এসেছ মূল দলিল হাত কত্তে! ওগুলো নষ্ট করে ফেলতে চাও—রাজা রামকান্তকে নাটোরের অধিকার হতে বঞ্চিত করা তোমার উদ্দেশ্য! ছিঃ ছিঃ ছিঃ—পুণ্য শ্লোক মহারাজ রামজীবনের বংশধর হয়ে এত বড় প্রবঞ্চনা কোথায় শিখলে দেবকীপ্রসাদ!

দেবকী। রায় রায়ান দয়ারাম! প্রবঞ্চনা যদি শিখে থাকি সে তোমরাই শিখিয়েছ!

দয়া। আমরা—

দেবকী। নইলে মহারাজ রামজীবনের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র এই দেবকী-প্রসাদকে বঞ্চনা করে পথ থেকে কুড়িয়ে আনা রামকান্তকে আজ নাটোরের সিংহাসনে বসান হল কি করে!

দয়া। রামকান্ত মহারাজ রামজীবনের শাস্ত্রসঙ্গত দত্তক পুত্র; সুতরাং তিনি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। মহারাজ রামজীবন নিজে তাকে নাটোরের সিংহাসনে বসিয়ে গেছেন।

দেবকী। মহারাজ রামজীবন যে ভুল করে গেছেন সেই ভুলের জন্যে তাঁরই কনিষ্ঠ সহোদর বিষ্ণুরামের পুত্র হয়ে আমায় আজীবন এ প্রবঞ্চনা সইতে হবে! নাটোরের রাজবংশধর হয়ে আমি রামকান্তকে মহারাজ বলে প্রণাম কর্ব্ব—নাটোরেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ সীতাদেবী আজ রামকান্ত-মহিষী রাণীভবানীর দাসীবৃত্তি করবে!

দয়া। তুমি নাটোরেশ্বরের বংশধর নও—তুমি তাঁর কুলকলঙ্ক। কেবল তোমারই চরিত্রদোষে···তোমারই কৃত অপরাধের জন্যে—

দেবকী। আমি অপরাধী—আমি দুষ্টচরিত্র! আমার চরিত্রের

বিচার দেওয়ান দয়ারাম রায়কে কর্ত্তে হবেনা—নাটোরের মহারাজ রামকান্ত রায়কেও না—

দয়া। তবে কে করবে—

দেবকী। কে করবে—শুনবে? না, থাক, আমি মাতাল আর তুমি চতুর রাজনীতিজ্ঞ; মদের ঘোরে অনেক কথা বলে ফেলেছি তোমায়, আর নয়! হ্যাঁ ভাল কথা, দলিলগুলো আমায় দেবে?

দয়া। তোমায়!

দেবকী। পরিবর্ত্তে কি চাই বল? কত টাকা...কত জমিদারী... নাটোর রাজ্যের কত অংশ চাই? বল...বল—

দয়া। দেবকীপ্রসাদ! তুমি সুরাপানে উন্মত্ত...যাও এখান থেকে।

দেবকী। কিন্তু ভেবেছে ও দলিল আমি আদায় কর্ত্তে পার্ব্বনা?

দয়া। তোমায় আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি...তোমার অনেক অন্যায় অপরাধ আমি স্নেহের চোখে ক্ষমা করেছি... তুমি মহারাজ রামজীবনের ভ্রাতুষ্পুত্র...নইলে তোমার পিঠে এতক্ষণে চাবুক কষে এ প্রশ্নের জবাব দিতুম! যাও, নাটোরের ত্রিসীমানায় আর প্রবেশ কোরোনা—নাটোর হতে তুমি নির্ব্বাসিত।

দেবকী। হুঁ—আচ্ছা! নির্ব্বাসন হতে যখন ফিরে আসব—লজ্জা কোরোনা রায় রায়ান দয়ারাম,...দেওয়ানীর দরখাস্ত নিয়ে হাজির হোয়ো...মহারাজ দেবকীপ্রসাদ সে দরখাস্ত বিবেচনা করবে।

(দেবকী ও নকড়ির প্রস্থান)

দয়া। মহারাজ দেবকীপ্রসাদ!

[সিন্ধুক খুলিতেছিলেন, এক সন্ন্যাসী আসিয়া পশ্চাতে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন]

দয়া। তুমি !

সন্ন্যাসী। চুপ !

দৃশ্যান্তর

রাত্রি

[দেওয়ানের শয্যাগৃহ হইতে বাহির হইবার ফটক…সামনে রাস্তা, দরজা খুলিয়া দেবকী ও নকড়ি রাস্তায় নামিল। রাজা রামকান্ত দেওয়ানের গৃহে আসিতেছিলেন। দেবকীকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন]

রাম। এ কি, দেবকীপ্রসাদ ! তুমি এখানে—

দেবকী। জয় হোক মহারাজ রামকান্ত—

রাম। তুমি মুর্শিদাবাদ হতে কবে ফিরলে ভাই—

দেবকী। ফিরলুম আর কই মহারাজ,ঘোড়ায় চেপে এসেছি… আবার ঘোড়ায় লাগাম চাপিয়ে ফিরে যাচ্ছি—

রাম। কেন, ফিরে যাবে কেন ?

দেবকী। যাবোনা !

রাম। তুমি বড় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছ ভাই ! বললে, মুর্শিদাবাদ গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম কর্ত্তে চাও—তোমার শরীর মন ভাল হবে মনে করে আমিও তোমায় মুর্শিদাবাদে প্রেরণ কল্লুম ! কিন্তু খবর পেলুম, সেখানে গিয়ে ভাল হওয়া দূরে থাক…তুমি অধঃপতনের ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছ ! না,

এ আর আমি হতে দেবনা। তোমায় নাটোর ছেড়ে কোথাও যেতে দেবনা।

দেবকী। কিন্তু আমায় যে যেতেই হবে—

রাম। না, যেতে হবে না। এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে আমার এমন আর কেউ নেই যে দাদা বলে আমার পাশটীতে এসে দাঁড়ায়···আমার দুঃখের দিনে দুটো সান্ত্বনার কথা কয়। একমাত্র তুমি, দেবকীপ্রসাদ, তুমি ছাড়া আমার আর একটী ভাই নেই—বন্ধু নেই! তোমার মুখের পানে তাকালে ঐ মুখে দেখি খুল্লতাত বিষ্ণুরামের ছবি—কর্ম্মবীর রঘুনন্দের ছবি—ঐ চোখে ভেসে ওঠে আমার স্বর্গগত পিতা মহারাজ রামজীবনের সেই পবিত্র চোখের চাহনি! আর মুর্শিদাবাদ নয়...আমার প্রাসাদে এসো ভাই, আমার হৃদয়ের অন্তঃপুরে এসো—

(আলিঙ্গন)

দেবকী। কিন্তু দাদা, স্নেহের শাসনের চেয়ে কঠিন শাসন রাজার শাসন—

রাম। রাজা হিসেবে তোমার সমস্ত অন্যায় ত্রুটী আমি তো চিরদিনই ক্ষমা করেছি ভাই—

দেবকী। তুমি করেছ···কিন্তু তোমার দেওয়ান দয়ারাম রায় করেননি! তিনি আমায় দণ্ড দিয়েছেন।

রাম। দণ্ড!

দেবকী। নাটোর হতে চির নির্ব্বাসন—

রাম। চির নির্ব্বাসন! তোমার অপরাধ—

দেবকী। আমি তাঁর সিন্দুক খুলেছিলাম—

রাম ভাই—

দেবকী। নবাব আলীবর্দ্দী পরোয়ানা পাঠিয়েছেন···তাঁর দপ্তরে নাকি এমন দলিলপত্র হাজির হয়েছে যাতে প্রমাণ হয়ে গেছে যে রাজস্ব বিষয়ে নাটোর এতকাল মুর্শিদাবাদকে প্রতারিত করেছে—

রাম। সে কি!

দেবকী। নবাবী দপ্তরে যে সব কাগজপত্র হাজির হয়েছে···তা খাঁটী কি জাল...তা প্রমাণ কর্ত্তে হলে যে সব দলিল দরকার তা তোমার দপ্তরে নেই—সে সব ঐ দেওয়ানের সিন্ধুকে।

রাম। দেওয়ানের বাড়ীতে...দেওয়ানের সিন্ধুকে! কেন?

দেবকী। ঈশ্বর জানেন...কেন!

রাম। আমি দেখব—আমি নিজের চোখে সে দলিল দেখব—

দেবকী। হ্যাঁ দেখো—ভাল কথা, দেওয়ানের সিন্দুক হতে আর একখানি প্রয়োজনীয় পত্র সংগ্রহ করেছি সেখানিও একবার দেখে যাও।

[নকুর নিকট হইতে পত্র লইয়া রামকান্তকে দিল]

রাম। আশ্চর্য্য! নবাব আলীবর্দ্দীর স্বাক্ষর! হ্যাঁ, তাইতো··· আলীবর্দ্দীখাঁ দেওয়ান দয়ারামকে মুর্শীদাবাদে গোপনে আমন্ত্রণ করেছেন—দেওয়ানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ...এমন কি হয়তো নাটোরের সিংহাসন! না না···এ কেমন করে বিশ্বাস করি—

দেবকী। কিন্তু মহারাজ—

রাম। আলীবর্দ্দীর স্বাক্ষর! শিরোনামায় মুর্শিদাবাদের নবাবের মোহর জল জল কর্চ্ছে! আচ্ছা, আমিও দেখে নেব! এসো দেবকীপ্রসাদ—

দেবকী। আমি কোথায় যাবো—আমি যে নির্ব্বাসিত !

রাম। না, তোমায় নির্ব্বাসন দেয় নাটোরে এমন শক্তি কারু নেই ! তুমি আমার সঙ্গে—না…আমার প্রাসাদে অপেক্ষা করগে ! আমি একবার যাবো…একবার দেওয়ান দয়ারামরায়কে দেখে নেব—

(প্রস্থান)

[নকু ও দেবকীর উভয়ে দৃষ্টি বিনিময়]

দৃশ্যান্তর

(দেওয়ানের পূর্ব্বোক্ত কক্ষ)

(দেওয়ান ও সন্ন্যাসী)

সন্ন্যাসী। মনে থাকে যেন…আগামী অমাবস্যার রাত্রে…চলন বিলের দক্ষিণে মহাবনে—

দেওয়ান। হঁ্যা, মনে থাকবে—

[দলিল পত্র লইয়া সন্ন্যাসীর প্রস্থান]

(রাজা রামকান্তের প্রবেশ)

রাম। রায় রায়ান দয়ারাম রায় !

দয়া। কে ! একি রামকান্ত—

রাম। আপনার সিন্দুকে কি দলিল আছে আমি একবার দেখতে চাই—

দয়া। তুমি—দলিল দেখবে ! কেন—

রাম। তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু আছে কি রায় রায়ান ?

দয়া। আছে বই কি ! এর আগে কোনদিন তো দেখতে চাওনি—

রাম। [illegible] করিনি যে

বিশ বছর নাটোরের বেতন ভোগ করে আজ, দেওয়ান দয়ারাম রায়—

দয়া। কি ? থামলে কেন ? আজ দেওয়ান দয়ারাম রায়…

রাম। না কিছু না ? আমি দলিল দেখব—

দয়া। দলিল তো এখানে নেই—

রাম। নেই !

দয়া। একটু আগে আমি তা স্থানান্তরিত করেছি—

রাম। নিয়ে আসুন—

দয়া। এখন আনবার উপায় নেই—

রাম। তাহলে স্থানান্তরিত করেছেন আপনি কার হুকুমে—

দয়া। রামকান্ত ! তুমি অসুস্থ…যাও…প্রাসাদে যাও—

রাম। না,আমার মত সুস্থ ব্যক্তি আজ নাটোরে আর কেউ নেই ! আমি আপনাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কচ্ছি রায় রায়ান, তার জবাব দিন—কার হুকুমে আপনি একাজ করেছেন !

দয়া। রায় রায়ান দয়ারাম তো কারু হুকুম মেনে কোনদিন কোন কাজ করেনি রামকান্ত !

রাম। নাটোরেশ্বর রামকান্তের আদেশ আপনাকে মানতে হবে—

দয়া। নাটোরেশ্বর রামকান্ত ! এই নাটোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন যাঁরা...সেই মহারাজ রামজীবন ও রঘুনন্দন—দয়ারাম রায়ের উপদেশ মেনেই চলতেন—তাকে আদেশ কর্ত্তে সাহস করেননি ! তুমি তো বালক ! যাও, প্রাসাদে ফিরে যাও…তোমার যা বক্তব্য তা শুনব মুর্শিদাবাদ হতে ফিরে এসে—

রাম। আপনি মুর্শিদাবাদ যাচ্ছেন! কেন?

দয়া। আমার প্রয়োজন আছে।

রাম। কি সে প্রয়োজন?

দয়া। আঃ! তর্ক কোরোনা রামকান্ত! মুর্শিদাবাদ হতে ফেরবার আগে আমি কোন কথা বলব না—

রাম। হুঁ—বলবেন না! তাহলে শুনুন রায় রায়ান, আমার পিতার কর্ম্মচারী আপনি···আপনাকে অসম্মান করা আমার অভিপ্রেত নয়! মুর্শিদাবাদে যেতে ইচ্ছা হয় যান···কিন্তু মনে রাখবেন···নাটোরের দ্বার আপনার কাছে আজ থেকে রুদ্ধ!

দয়া। আমায় ত্যাগ কচ্ছ রামকান্ত!

রাম। রামকান্ত নয়—বলুন নাটোরেশ্বর।

দয়া। তোমায়—

রাম। হ্যাঁ, ভবিষ্যতে নাটোরের সিংহাসন অধিকার করবার স্বপ্ন দেখুন আর যাই করুন...এখনো আমি নাটোরেশ্বর! আমায় অভিবাদন করতে সঙ্কোচ হচ্ছে দেওয়ান···

দয়া। অভিবাদন গ্রহণ করুন নাটোরেশ্বর।

(প্রস্থানোদ্যত)

(রাণীভবানীর প্রবেশ)

ভবানী। কোথায় যাচ্ছেন কাকা,—ফিরে আসুন, ফিরে আসুন—

দয়া। সে আর হয় না মা ভবানী! বৃদ্ধ দয়ারামের এই পক্কশির উদ্ধত শাসকের কাছে একবার নত হয়েছে বলে দু'বার নত হবেনা।

(প্রস্থান)

ভবানী। কাকাবাবু...কাকাবাবু—

রাম। ভবানী !

ভবানী। কি করলে প্রভু, একি সর্ব্বনাশ করলে তুমি !

রাম। কিসের সর্ব্বনাশ ভবানী,—যে রাজ্যে দেওয়ান দয়ারাম নেই ...সে রাজ্য কি চলতে পারেনা ভবানী ?

দ্বিতীয় দৃশ্য

[চলন বিল তীরস্থ মহাবন ! রাত্রিকাল...সাধু মস্তরাম ও ভৈরবানন্দের প্রবেশ]

মস্ত। কত সন্ন্যাসী এ ক'দিনে আনন্দমঠে যোগদান করেছে ভৈরব ?

ভৈরব। অনুমান বাইশ হাজার—

মস্ত। প্রত্যেকে শপথ গ্রহণ করেছে !

ভৈরব। হ্যাঁ প্রভু, যে মুহূর্ত্তে মঠাধ্যক্ষের আদেশ শুনবে...প্রয়োজন হলে ওরা প্রাণদানেও দ্বিধাবোধ করবে না !

মস্ত। হুঁ, রংপুরের সংবাদ !

ভৈরব। ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীর পরিচালনায় বাঙালী লেঠেলেরা অত্যাচারী ভূস্বামী ও পর্ত্তুগীজ বম্বেটেদের ত্রস্ত করে তুলেছে।

মস্ত। আর আমাদের বজরা...কোথা ?

ভৈরব। চলন বিল থেকে আরম্ভ করে নিকটবর্ত্তী সমস্ত নদ-নদীতে টহল দিচ্ছে ! আপনার ইঙ্গিতমাত্রে তীরবেগে

ছুটে যাবে আমাদের দুর্দ্ধর্ষ লেঠেলেরা শত্রুপক্ষকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে!

মস্ত। ভৈরব—

ভৈরব। আদেশ করুন প্রভু—

মস্ত। আকাশের পানে তাকিয়ে দেখতো···কি দেখছ ভৈরব!

ভৈরব। কৃষ্ণা তিথির আঁধার রাত্রি—শুধু সূচীভেদ্য অন্ধকার—

মস্ত। ঐ অন্ধকারে দেখছ আমার মায়ের রূপ!

ভৈরব। মা!

মস্ত। হ্যাঁ, শ্যামাঙ্গিনী করাল ভৈরবী মা আমার...দিগন্তব্যাপী এলায়িত কেশরাশ···গলবিলম্বিত কপাল মুণ্ডমালা···করধৃত খর্পরে নর রুধির...খড়্গপ্রান্তে মৃত্যুস্রাবী বিদ্যুৎপ্রবাহ! দেখছ ভৈরব, দেখছ আমার মাকে!

ভৈরব। আমি—আমি দেখতে পাচ্ছিনা প্রভু—

মস্ত। মূর্খ! সাধনা করো···মায়ের ঐ মুর্ত্তি দর্শন করাই আজ আমাদের সাধনা—

ভৈরব। এই সাধনা!

মস্ত। উচ্ছৃঙ্খল মোগল পাঠানের স্বৈরাচার...স্বার্থপর হিন্দু ভূ-স্বামীর উৎপীড়ন,পর্ত্তুগীজ বোম্বেটের অবাধ লুণ্ঠন—অরাজক বাংলার এই সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বাইশ হাজার শক্তি সাধক সন্ন্যাসী! সাধনা তাদের...বাংলার ঘুমন্ত মৃত্তিকাকে অগ্নিমন্ত্রে জাগরিত করা··· বলতে হবে তাদের সমস্বরে "ওঠো মা, জাগো মা শ্যামাঙ্গিনী বঙ্গভূমি! ভাগিরথী, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনাদ, ধলেশ্বরী, ভৈরব-বাহিনী রাজরাজেশ্বরী তুমি! সুন্দরবনচারী মুর্ত্তিমতী

ব্যাঘ্র-বাহিনী জননী তুমি! ওঠো...জাগো...অভয়শঙ্খ-নিনাদে দিগদিগন্তে বিঘোষিত কর বাংলার জাগৃহি মন্ত্র—"

ভৈরব। প্রভু, সেই শুভদিনের আশায় আমরা যে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি! তেমন দিন কি আসবে?

মন্ত। আসবে বৈ কি ভৈরব,—কতদিন, কত বছর, কত শতাব্দী কেটে যাবে জানিনা—কিন্তু কাল রাত্রি একদিন প্রভাত হবেই—

(রুদ্রানন্দের প্রবেশ)

রুদ্রা। প্রভু—

মন্তা। কি সংবাদ রুদ্রানন্দ—

রুদ্রা। নাটোরের দেওয়ান দয়ারাম রায়—

মন্ত। এসেছেন! আমি যে তাঁরই প্রতীক্ষা কচ্ছি! যাও—সসম্মানে নিয়ে এসো—

(রুদ্রানন্দের প্রস্থান)

ভৈরব। নাটোরের দেওয়ান—

মন্ত। অর্দ্ধবঙ্গের অধীশ্বর নাটোর রাজ রামকান্ত; কিন্তু ঐ দেওয়ান দয়ারাম রায়ই নাটোরের প্রকৃত ভাগ্যবিধাতা! দেওয়ান আসছেন—সম্ভবতঃ আমাদের কার্য্যের সহায়তা করতে —

ভৈরব। কিন্তু আমরা যে ওদেরই রাজস্ব লুণ্ঠন করিয়েছি—

মন্ত। তাতে কিছু অন্যায় হয়নি ভৈরবানন্দ! মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে এক কপর্দ্দকও আমরা পাঠাতে দেবোনা! নাটোর যদি মুর্শিদাবাদের অধীনতা অস্বীকার করে—আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে স্বীকৃত হয়—তবেই নাটোর আমাদের বান্ধব,—নতুবা লুণ্ঠিত রাজস্ব আমরা ফিরিয়ে দেবনা—

(রুদ্রানন্দসহ দয়ারামের প্রবেশ)

(দয়ারামকে রাখিয়া রুদ্রানন্দের প্রস্থান)

দয়া। সাধু মস্তরাম—

মস্ত। আসুন রায় রায়ান,—আশা করি আমার প্রস্তাবে আপনি সম্মত—

দয়া। আমার সম্মতি অসম্মতিতে নাটোরের আজ আর কিছু এসে যায় না মস্তরাম—আমি নাটোর হতে নির্ব্বাসিত।

মস্ত। সে কি রায় রায়ান !

দয়া। দেবকীপ্রসাদের চক্রান্তের ভয়ে আমি সেদিন দলিলপত্র তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলুম; জানতুম, যত বড় চক্রান্তই হোক···দুর্দ্ধর্ষ সন্ন্যাসী নেতা মস্তরামের সাহায্য পেলে আমি দলিলপত্র নিরাপদে যথাস্থানে নিয়ে যেতে পারব ! কিন্তু তাতেও তো কোন ফল হল না মস্তরাম ! রাজা রামকান্ত নিজে আমায় সন্দেহ কল্ল...সে আমায় নাটোর হতে বহিষ্কৃত করে দিল !

মস্ত। তাহলে আপনি নাটোরের প্রতিনিধিরূপে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন না !

দয়া। প্রতিনিধিত্বের অধিকার আমি হারিয়েছি মস্তরাম।

মস্ত। এখন আপনি কি করতে চান ?

দয়া। আমার সেই গচ্ছিত দলিলগুলি নিয়ে যেতে এসেছি শুধু—

মস্ত। সে দলিল নিয়ে আপনার লাভ ?

দয়া। রাজা রামকান্তও আমায় অমনি কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করেছিল ···ফলে তার দেওয়ানি ত্যাগ করেছি—কৈফিয়ৎ দিইনি !

আজ কি মস্তরাম সাধুকেও আমায় কৈফিয়ৎ দিতে হবে ?

মস্ত। কৈফিয়ৎ না দেন—দলিল যে ফিরিয়ে দেব তা কি করে বুঝলেন ?

দয়া। আনন্দমঠের সন্ন্যাসী লুণ্ঠনকারী দস্যু হোক আর যাই হোক ...ইষ্টদেবী মহাকালীর নামে শপথ করে তারা যে শপথ ভঙ্গ করতে পারেনা—সে বিশ্বাস আমার আছে। মস্তরাম সাধু তেমনি শপথ গ্রহণ না কল্লে—আমি তার হাতে কখনও দলিল তুলে দিতুম না—

মস্ত। আপনি সত্যই চতুর ব্যক্তি ! যাও ভৈরবানন্দ, সেই দলিল-গুলো এঁকে এনে দাও—

(ভৈরবানন্দের প্রস্থান)

মস্ত। দলিল দিয়ে আপনাকে কোথায় পৌছে দিতে হবে রায় রায়ান ?

দয়া। আমায়—

(নেপথ্যে ভেরী নিনাদ)

মস্ত। একি ! অকস্মাৎ সাঙ্কেতিক ভেরী নিনাদ হল কেন ?

(দলিলসহ ভৈরবানন্দের প্রবেশ)

ভৈরব। নবাব আলীবর্দ্দীর ফৌজ—

মস্ত। কোথায় !

ভৈরব। জলপথে...সম্ভবতঃ নাটোর অভিমুখে যাচ্ছে—

দয়া। সে কি ! নাটোরের দিকে !

মস্ত। তাদের উদ্দেশ্য ..আপনি কি অনুমান করেন রায় রায়ান— নাটোর আক্রমণ ?

দয়া। অকস্মাৎ ঠিক তেমন হেতু তো বুঝতে পাচ্ছিনা ?

মস্ত। তবে ?

দয়া। সম্ভবতঃ দেবকীপ্রসাদের সঙ্গে নবাবের কোন গুপ্ত সন্ধি হয়েছে ; হয়তো দেবকীপ্রসাদের আমন্ত্রণে—

মস্ত। হুঁ—নৌবাহিনীর সংখ্যা ?

ভৈরব। প্রায় পঁচিশ খানা ছিপ আর তিনশো কোষা হবে—

মস্ত। কত হলে ওদের বাধা দিতে পার ?

ভৈরব। ওর একতৃতীয়াংশ হলে—

মস্ত। তাই নিয়ে যাও। না—একতৃতীয়াংশ নয়…"অর্দ্ধেক নাও। নবাবের ফৌজ নাটোর আক্রমণে উদ্যত হলে পশ্চাত হতে আক্রমণ করে ওদের ভাগীরথীর জলে নিমজ্জিত করবে—

দয়া। সহসা নবাবী ফৌজকে আক্রমণ কর্ব্বেন না সন্ন্যাসী ! প্রবল-প্রতাপ আলীবর্দ্দীখাঁর সঙ্গে বিবাদ—ফল তার—

মস্ত। আঃ—আমার কর্ত্তব্য আমি বুঝি দেওয়ান ! আপনি নিন আপনার দলিল। বলুন … কোথায় আপনাকে রেখে আসতে হবে—

দয়া। যেখানে যেতে চাইব…রেখে আসতে পারবেন !

মস্ত। আমার সময় সংক্ষেপ ; শীঘ্র বলুন—

দয়া। মুর্শিদাবাদে—

মস্ত। মুর্শিদাবাদে !

দয়া। রামকান্ত আমায় নির্ব্বাসিত কল্লেও আমি তাকে পুত্রাধিক স্নেহ করি—আর আমার জননী ভবানী—দয়ায় দাক্ষিণ্যে নাটোর বাসীর প্রাণ স্বরূপিনী ! তাদের সর্ব্বনাশ আমি

দেখতে পারবোনা। হয়তো এই দলিলের সাহায্যে এখনও তাদের কিছু উপকার—

মন্ত্র। উত্তম! রুদ্রানন্দ, এঁকে মুর্শিদাবাদে পৌছে দাও। এস ভৈরব, আমাদের গন্তব্য স্থান নাটোর!

তৃতীয় দৃশ্য

[রাণীভবানীর অন্তঃপুরের দ্বারদেশ। একদিকে অন্তঃপুরের প্রাসাদ শ্রেণীর কিয়দংশ দেখা যায়…অন্যদিকে উন্মুক্ত আকাশের শেষে প্রাসাদ প্রাচীর। প্রতি বছরের মত এবারও রাণী দেবীপক্ষের সূচনায় সধবাদের বস্ত্র ও শাঁখা এবং কুমারীদের অলঙ্কার বিতরণ করিতেছেন। দান-পরিতৃপ্তা কন্যাদের একদল মঙ্গল ঝাঁপি…অলঙ্কার প্রভৃতি লইয়া গান গাহিয়া চলিয়া গেল। রানী অন্তঃপুর হইতে বাহিরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, পশ্চাৎ হইতে উত্তেজিত রামকান্ত আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন]

(পুরকন্যাদের গান)

অন্নপূর্ণা মা জননী মা আমাদের ভবানী
ধরনীতে এলেন নেমে গিরিরাজনন্দিনী।
মায়ের হাতে শঙ্খ বলয়
লক্ষ্মী-ঝাঁপি রাঙ্গা সাড়ী
দান নিয়ে চল মাথায় তুলে
ও গাঁয়ের বউ আপন বাড়ী।
অন্ন বিনে কে কাঁদে হায়
দুঃখ কিরে আয়রে আয়
মা জননী অন্ন বিলায়
হয়ে বুঝি শত পাণি। (প্রস্থান)

রাম। ভবানী—

ভবানী। প্রভু!

রাম। আমাদের আজই নাটোর ত্যাগ করে চলে যেতে হবে—

ভবানী। আজই!

রাম। হ্যাঁ...আজই...এই মুহূর্ত্তে—

ভবানী। সে কি প্রভু?

রাম। নইলে মর্ত্তে চাও—কিম্বা নাটোরেশ্বর দেবকীপ্রসাদের দাসত্ব স্বীকার কর্ত্তে চাও—

ভবানী। নাটোরেশ্বর দেবকীপ্রসাদ! তুমি এ কি পরিহাস কচ্ছ প্রভু!

রাম। না ভবানী,পরিহাস নয়! এখনও রাতের অন্ধকারে আমার সঙ্গে গা ঢাকা দিয়ে চলে এসো; নইলে রাত্রি প্রভাতেই শুনবে নবাবের কামান নির্ঘোষ।

ভবানী। নবাব কি তাহলে দেবকীপ্রসাদকে নাটোরেশ্বর নির্ব্বাচিত কর্ত্তে ইচ্ছা করেন!

রাম। ...এবং সেই ইচ্ছায় যাতে কোনো বাধা না আসতে পারে তার জন্যে নবাবের সেনাবাহিনী রাজধানীর প্রান্তভাগে উপনীত!

ভবানী। কিন্তু আমাদের অপরাধ?

রাম। অপরাধ—আমরা নাকি প্রতারক নবাবকে যথোচিত রাজস্ব দানে আমরা নাকি বঞ্চিত করিছি! আমাদের সে প্রবঞ্চনা নবাবের কাছে ধরিয়ে দিয়েছেন আমারই খুল্লতাত পুত্র দেবকীপ্রসাদ!

ভবানী। প্রভু—

রাম। সে আমার ভাই···বড় আদরে, বড় বিশ্বাসে তাকে বুকে তুলে নিয়েছিলাম···সেই বুকে সে দংশন করল ভবানী!

ভবানী। তুমি স্থির হও—আগে সব দেখে শুনে বিচার করে—তারপর—

রাম। কি দেখব ভবানী! নবাবী সৈন্য তাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত কর্ত্তে নাটোরে এসে পৌছুল বলে—আর বিচার? হ্যাঁ···বিচারই করব—এত বিশ্বাস, এত অগাধ স্নেহের বিনিময়ে যে আমায় এমন আঘাত দিলে...সে কুলাঙ্গারকে যদি একবার সামনে পেতুম—

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ—

রাম। কে! সংবাদ—

(দূতের নিকট পত্র গ্রহণ ও পাঠ)

তাঁরা কোথায়!

দূত। নগরদ্বারে।

রাম। আচ্ছা, যা...! দেবকীপ্রসাদ, তুমি আমায় জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য উপহার দিতে এসেছ! প্রস্তুত হও আজ তোমার মত কনিষ্ঠের উপযুক্ত অযাচিত ভালবাসা গ্রহণ কর্ত্তে—

(প্রস্থান)

ভবানী। মহারাজ! কোথায় যাচ্ছেন মহারাজ! একি! আমার বুক কেঁপে ওঠে কেন! তবে কি মহারাজ দেবকীপ্রসাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে—

(সীতার প্রবেশ)

সীতা। দিদি—

ভবানী। কে! সীতা! আয় বোন্, এ কি, কাঁপছিস কেন তুই!

সীতা। আমায় বাঁচাও দিদি—আমায় ধরতে পাল্লে আর রক্ষে রাখবে না—

ভবানী। কে!

সীতা। তোমার দেবর—

ভবানী। দেবকীপ্রসাদ! কেন, কি করেছিস তুই!

সীতা। মুর্শিদাবাদ থেকে এক বুড়োকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে—লোকটাকে দেখলে এমন ভয় হয় বলতে পারিনা! যেন মুর্ত্তিমান যমদূত! তার সঙ্গে তোমার দেবর কথা কইছিলেন—আড়াল থেকে সেই কথা আমার কানে গেল! কি বলছিল জানো?

ভবানী। কি—

সীতা। ওরা নাকি কি সব জাল কাগজ পত্তর তৈরী করে নবাবকে ভুল বুঝিয়েছে! নবাব তাই দেখে প্রতারিত হয়েছেন! তিনি সৈন্য পাঠিয়েছেন নাটোরের দিকে...সেই সৈন্যেরা তোমাদের সিংহাসন হতে নামিয়ে দেবে.. তোমার দেবর নাকি নাটোরে রাজত্ব করবেন!

ভবানী। সীতা—

সীতা। পায়ে ধরে কত মিনতি করলুম—এমন সর্ব্বনাশা ষড়যন্ত্র হতে ফিরে এসো তুমি! শুনলেনা···উল্টে আমায় তিরস্কার করলে! তখন অন্য উপায় নাই দেখে দাইমাকে আমার গলার হীরের কণ্ঠি উপহার দিয়ে গোপনে সবকথা মহারাজকে বলতে বললাম—

ভবানী। এসব সংবাদ মহারাজ তা হলে তোর কাছ থেকেই জেনেছেন!

সীতা। হ্যাঁ—আমার হয়ে দাইমা তাঁকে বলেছে! এমন সর্ব্বনাশা বুড়ী…মহারাজের কাছে থেকে ফিরে এসে তোমার দেবরের ভয়ে আবার সব কথা তাঁর কাছে ফাঁস করে দিয়েছে! জান তো তোমার দেবরকে·· আমায় দেখলে আর রক্ষা রাখবেনা!

ভবানী। তুই আমার কাছে থাক সীতা! তোর ভয় কি?

সীতা। না, দিদি,—তোমার কাছে ভয় নেই বলেই তো এলুম—

ভবানী। আর আমি যখন থাকবনা…তখনও তোর ভয় নেই; দেবরকে বুঝিয়ে বলে যাবো…ও ছেলে মানুষ…না বুঝে তোমার অমতে চলেছে—তুমি রাগ কোরোনা ঠাকুরপো!…দেখবি, যাবার আগে তোদের দুটিকে আবার আমি কেমন মিলিয়ে দিয়ে যাই—

সীতা। তুমি—তুমি কোথায় যাবে দিদি!

ভবানী। কোথায় যাবো জানিনা! নাটোরের রাজত্বের খেলা যখন শেষ হয়ে গেল—তখন স্বামী যে পথে নিয়ে যাবেন…সেই দিকেই যাবো!

সীতা। দিদি—

ভবানী। আর কোন দুঃখ নেই সীতা, শুধু একটী কথা ভেবে বড় বড় আঘাত পাচ্ছি! প্রতি বছর দেবীপক্ষ থেকে আরম্ভ করে মায়ের মহাপূজার তিনদিন আমি সহস্র সধবাকে লাল শাড়ী আর শঙ্খের বলয়ে সাজিয়ে দিই; ব্রাহ্মণ, শূদ্র নির্ব্বিশেষে ধনরত্ন, অন্নবস্ত্র, বিতরণ করি। সারা বছর আমার দুঃখী প্রজারা এই উৎসব দিনের পানে তাকিয়ে থাকে! সেই দেবীপক্ষের শুভদিন এল; কিন্তু ওদের বঞ্চিত করে…

ওদের দীর্ঘশ্বাসের ভেতর দিয়ে আমায় চলে যেতে হবে—

সীতা। না দিদি—তুমি কোথাও যেতে পাবে না। নাটোরের রাজরাজেশ্বরী তুমি! তুমি যে অনাথ আতুরের স্নেহময়ী করুণাময়ী মা ভবানী! তুমি চলে গেলে নাটোর অন্ধকার হয়ে যাবে—এ পুরীতে আর জনমানব বাস কর্ত্তে পারবে না!

ভবানী। সীতা—

সীতা। একটী দুটী নয়—অর্দ্ধবঙ্গের ক্ষুধা-কাতর প্রজা তাদের জীবন্ত অভিশাপ রাত্রিদিন বর্ষণ করবে তোমার দেবরের মাথার উপরে! সে বুঝছে না যে আগুন নিয়ে খেলা করতে চাইছে! —তোমার দেবরকে বুঝিয়ে বল—তিরস্কার কর—শাসন কর দিদি—

(প্রমত্ত দেবকীপ্রসাদের প্রবেশ)

দেবকী। কে শাসন করবে? রাণীভবানী—হাঃ হাঃ হাঃ! রাণীভবানীর শাসনের দিন ফুরিয়ে গেছে, এবার শাসন করবে নাটোরেশ্বর দেবকীপ্রসাদ—

ভবানী। দেবর—

দেবকী। হ্যাঁ হ্যাঁ…ওই বোকা মেয়েটাকে স্নেহের ভাণ দেখিয়ে তোমরা বশ করেছ…তাই ও দাদাকে সব কথা বলে দিয়েছে! বলেই যখন দিয়েছে তখন আর লুকোচুরী কেন, স্পষ্ট কথা শোন…অনেককাল আমায় ঠকিয়ে তোমরা রাজত্ব করেছ… আজ আমি আমার পিতৃপুরুষের রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চলেছি—পেছনে রয়েছে আমার মুর্শিদাবাদের নবাব শক্তি।

ভবানী। বড় ভুল করেছ দেবর, এ জন্যে মুর্শিদাবাদের সাহায্য নেবার তো কোন প্রয়োজন ছিল না! কেন নিজেদের ঘরের ভেতর বাইরের লোককে ডেকে আনলে মিছিমিছি—

দেবকী। মিছিমিছি! নইলে রাজ্য তোমরা ফিরিয়ে দিতে কখনও?

ভবানী। তুমি মুখ ফুটে চেয়েছ কখনও? বলেছ কখন তাঁকে…এ রাজ্য আমি চাই—

দেবকী। ওঃ শুধু চাইনি বলে দাওনি! অনেক বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছ যে! চাইলে লোকে কানাকড়িটি দেয়না—তা আবার রাজ্য দেবে!

ভবানী। অপর লোকে হয়ত দেয় না—কিন্তু ভাই ভাইকে দেয়—

দেবকী। হেঁ—আপন ভাই হলে তবু হয় তো কথা ছিল—কিন্তু উনি আবার জ্যাঠামশাইয়ের পুষ্যিপুত্তুর...পোষা ছেলে!

ভবানী। দেবর—তোমার দাদার সম্বন্ধে শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলো! তিনি এ বংশের পোষ্যপুত্র হলেও তোমাকে কখনও স্নেহ ভালবাসা দিতে কার্পণ্য করেন নি!

দেবকী। ভালবাসা তো ঝুটো মুখের কথা—মুখের বাষ্প…বাতাসে মিলিয়ে যায়। তার চাইতে রাজভোগ, মণিমাণিক্য ঢের ওজনদার বস্তু। তাই ঝুটো ভালবাসার ভাওতা দিয়ে তোমরা অর্দ্ধ বাংলার রাজত্ব চুরি করে ভোগ করছিলে—তোমাদের বড় কথা, কইতে লজ্জা করেনা?

ভবানী। দেবর—

দেবকী। পথের ভিখারী রামকান্ত উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন সিংহাসনে—সেই সিংহাসন হেলায় বিলিয়ে দেবেন! বাপমায়ের ঘরে উপোসে দিন কাটতো, বরাত জোড়ে এসে পেয়েছেন রাজভোগের আস্বাদ তা অমনি অমনি ছেড়ে দিয়ে যাবেন! প্রণাম হই আপনাদের...দাতাকর্ণের গৃহিনী!

ভবানী। দেবর! তুমি মানুষ নও! তুমি যদি মানুষ হতে তাহলে আমার শ্বশুর কখনও পোষ্যপুত্র গ্রহণ কর্ত্তেন না। আমার স্বামী এ সিংহাসনে যেচে এসে বসেননি! সারা বাংলার ভেতর একমাত্র তাঁকেই এ সিংহাসনের উপযুক্ত ব্যক্তি ভেবে, আমার শ্বশুর...দেব দ্বিজ সাক্ষ্য রেখে—সাক্ষ্য রেখে সামন্ত ভূস্বামী প্রজামণ্ডলীকে...আমার স্বামীকে পুষ্প চন্দন দিয়ে বরণ করে এনেছিলেন এই নাটোর রাজপ্রাসাদে...যাক, তুমি সুরাপানে অপ্রকৃতিস্থ...তোমার সঙ্গে কথা বলা বৃথা! তবে যাবার আগে একটী কথা বলে যাই, এখনও সময় থাকতে তোমার দাদার কাছে ছোট ভাইয়ের মত মাথা নীচু করে দাঁড়াও; রাজ্য চাওতো...ভাই যেমন করে ভাইয়ের কাছে চায়...ঠিক তেমনি করে চেও! দেখো, তিনি তোমায় বিমুখ করবেন না। এস সীতা—

(সীতাসহ প্রস্থান)

দেবকী। সীতা কোথায় যাবে তোমার সঙ্গে! সীতা যাবেনা—

(নকড়ির প্রবেশ)

নকড়ি। শুধু সীতা একা যাবেন না, তুমিও পালাও শ্রীরামচন্দোর, পালাও—

দেবকী। পালাবো কেন! নবাবী ফৌজ এনে রাজ্য দখল করতে

বসেছি—এরই মধ্যে আমায় সরিয়ে দিয়ে লঙ্কা ভাগ করতে চাও কালনেমী মামা ?

নকড়ি। লঙ্কাভাগ নয়···লঙ্কা যে দগ্ধ হল !

দেবকী। লঙ্কাদগ্ধ !

নকড়ি। হ্যাঁ, একা হনুমান লঙ্কা পুড়িয়েছিলেন ; এবার তিনি একা নন, কিষ্কিন্ধ্যার বনজঙ্গল ভেঙ্গে হাজার হাজার পবন-নন্দন ছুটে এসেছেন নাটোরের দিকে ! রক্ষা নেই ভাগ্নে, পালাও—

দেবকী। আঃ—আমি যে কিছুই বুঝতে পার্চ্ছিনা···খুলে বল—

নকড়ি। আর খুলে বল ! তলোয়ার বন্দুকধারী সন্ন্যাসী ··বুঝলে ভাগ্নে···হাজার হাজার লড়ুইএ সন্ন্যাসী হারে রে, রে, বলে ঘিরে ফেলেছে নাটোর ! রাজা রামকান্তের সঙ্গে তারা যোগ দিয়েছে ; এলো বলে—

দেবকী। আসুক না...ভয় কি ! আমার পক্ষে অসংখ্য নবাবী সৈন্য !

নকড়ি। নবাবী সৈন্যের আশা ছেড়ে দাও ; তারা এখন রাত দুপুরে চার ক্রোশ দূরে তাঁবু খাটিয়ে ফূর্ত্তি কচ্ছে। তারা দরবারী-কানাড়া ভাজতে ভাজতে নাটোরে এসে পৌছুবার আগেই দয়াল সন্ন্যাসীরা যে তোমার আমার কম্ম গয়া করে দিয়ে যাবেন !

(নেপথ্যে···জয় মহারাজ রামকান্তের জয়)

দেবকী। মহারাজ রামকান্তের জয়ধ্বনি—

নকড়ি। ঐ বুঝি তারা এসে পড়ল ! কি হবে ভাগ্নে।

(পুনঃ জয়ধ্বনি)

দেবকী। তাইতো! এ যে বড় বেতালা লাগছে! চল মামা, আমরা রাতের অন্ধকারে প্রাসাদ ছেড়ে ভাগীরথী পারে গিয়ে নবাব সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হই!

(রামকান্তের প্রবেশ)

রাম। কোথায় পালাবে কুলাঙ্গার! জীবন্ত মৃত্যু তোমার সম্মুখে—

[দেবকীপ্রসাদকে ধরিলেন...নকড়ি পলাইল]

দেবকী। দাদা—দাদা!

রাম। দাদা! হাঃ হাঃ হাঃ! অপূর্ব্ব ভ্রাতৃভক্তির পরিচয় দিয়েছ শয়তান! এই দেখ, অগ্রজের আশীর্ব্বাদ মুক্ত কৃপাণ মুখে ঝক্ ঝক্ করে উঠেছে!

দেবকী। দাদা,—আমি অপরাধী! কিন্তু...কিন্তু আমি তোমার ভাই!

রাম। চুপ! ভাই বলে পরিচয় দিসনে দেবকীপ্রসাদ! এখনো জগতে ভাইএ ভাইএ মিলন রয়েছে..এখনও ভাই সমস্ত স্বার্থ বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়ে অগাধ বিশ্বাসে ভাইকে বুকে তুলে নেয়; তুই আমায় দাদা বলে ডেকে জগতের ভ্রাতৃত্বকে কলঙ্কিত করিসনে দেবকী! ভ্রাতৃত্বের এ অবমাননা আমি সইব না— আমি তোকে হত্যা করব...তোকে হত্যা—

দেবকী। দাদা—

[রামকান্ত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইলেন; তাঁহার হাত হইতে উদ্যত তরবারি পড়িয়া গেল; দেবকীকে সহসা গাঢ় আলিঙ্গনে বেষ্টন করিলেন]

রাম। ভাই—আমার ভাই—

দেবকী। আমায় তুমি বধ করবে না দাদা!

রাম। ওরে না না—তোর গায়ে আমি কাঁটার আঁচড়টী লাগতে দেবনা! স্ত্রী গেলে স্ত্রী পাওয়া যায়—সন্তান গেলে সন্তান পায়, রাজ্য হারালে রাজ্য ফিরে পায়—কিন্তু ভাই হারালে তো ভাই পাওয়া যায় না! ওরে—শত অপরাধে শত পাপেও তুই যে আমার সেই ভাই...আমার বড় আদরের ছোট ভাই!

(নেপথ্যে) জয় মহারাজ রামকান্তের জয়।

রাম। ঐ সন্ন্যাসীদের জয়ধ্বনি! আমি প্রাসাদরক্ষীকে নির্দ্দেশ দিয়েছিলুম প্রাসাদ দ্বার খুলে দিতে···নবাবী ফৌজ নাটোরে পৌঁছুবার পূর্ব্বে ওরা প্রাসাদ-দুর্গ সুরক্ষিত করতে আসছে। নাটোর রক্ষায় ঐ দুর্দ্ধর্ষ সন্ন্যাসী বাহিনী যুদ্ধ করবে! ওরা ক্রোধদীপ্ত, রণদুর্ম্মদ সৈনিক...প্রাসাদে প্রবেশাধিকার পেয়ে আমার কথাও হয়তো শুনবে না—ওরা কিছুতেই ফিরবেনা ···যুদ্ধ করবেই! একে বারুদের মত তেঁতে আছে, তারপর তোকে যদি এখানে দেখতে পায়—

দেবকী। কি হবে দাদা!

(পুনঃ জয়ধ্বনি)

রাম। ঐ এসে পড়েছে—আয় পালিয়ে আয়—

দেবকী। কোথায় পালাবো—যেখানে দেখতে পাবে সেখানেই—

রাম। ওরে, ভয় কি—আমি তোকে বুকের ভেতর আগলে নিয়ে সাঁতার কেটে ভাগীরথী পার হবো—তোকে নবাব শিবিরে পৌছে দেব। ওরা যদি বন্দুক চালায়—সেগুলি লাগবে

আমার গায়ে---মরি তো সান্ত্বনা নিয়ে মরব···বড় স্নেহের ছোট ভাইটীকে বাঁচিয়ে রেখে এসেছি। আয়···

(উভয়ের প্রস্থান)

(ভৈরব ও সন্ন্যাসী সেনাদের প্রবেশ)

ভৈরব। কি আশ্চর্য্য! রাজা রামকান্ত দেবকীপ্রসাদকে পলায়নে সাহায্য কর্চ্ছে! অগ্রসর হও···পালাতে দিওনা---দেবকীপ্রসাদকে বন্দী কর।

(রাণীভবানীর প্রবেশ)

ভবানী। দাঁড়াও তোমরা।

ভৈরব। কে!

ভবানী। আমি নাটোরের রাণীভবানী।

ভৈরব। রাণীভবানী! সরে দাঁড়ান মহারাণী, দুর্বৃত্ত দেবকীপ্রসাদকে আমরা বন্দী করব—

ভবানী। তার প্রয়োজন নেই—দেবকীপ্রসাদকে মহারাজ ক্ষমা করেছেন—

ভৈরব। দেবকীপ্রসাদ দেশের শত্রু, জাতির শত্রু; মহারাজ রামকান্ত তাকে ক্ষমা করলেও আমরা ক্ষমা কর্ত্তে পারিনা···আমরা তার অপরাধ বিচার কর্ব্ব—

ভবানী। বিচার কর্ব্বে? তার আগে জানতে চাই, তোমরা বিচার কর্ব্বার কে? ক্ষমা করা না করার কি অধিকার আছে তোমাদের? স্বয়ং নাটোরেশ্বর যাকে আশ্রয় দিয়েছেন —গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে কোন সাহসে, কোন অধিকারে তোমরা তাকে বন্দী করতে চাও?

ভৈরব। রাণীভবানী, বাংলার এই জাগ্রত দুর্দ্ধর্ব সন্ন্যাসী বাহিনীর

যথার্থ পরিচয় আপনি এখনো পাননি—নইলে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্ত্তেন না—আপনি রমণী—আপনার সঙ্গে বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন—সরে দাঁড়ান, আমাদের অগ্রসর হতে দিন—

ভবানী। না···সে হবে না---

ভৈরব। আপনার রাণীত্বের মর্য্যাদা নিয়ে এখনো সরে দাঁড়ান, আমরা অগ্রসর হবই—

ভবানী। অর্দ্ধবঙ্গের অধীশ্বরী রাণীভবানী নিজ মর্য্যাদা কি করে রক্ষা কর্ত্তে হয় তা জানেন। এবং আরও শুনে রাখ, সন্ন্যাসীর মর্য্যাদাও তিনি রক্ষা করে থাকেন···যতক্ষণ সন্ন্যাসী...সন্ন্যাসী। গৈরিক গণ্ডীর সীমা ছাড়িয়ে যদি এক পা অগ্রসর হওতো—সন্ন্যাসী বলে ক্ষমা করবো না জেনো; কঠোর শাস্তিবিধান দেব। যাও...চলে যাও এখান থেকে।

ভৈরব। বন্ধুগণ, রাজসৈন্য আমাদের আজ্ঞাধীন—রাজধানী আমাদের অধিকারে! নবাবী ফৌজকে তাড়িয়ে দিয়ে দেশের শত্রু ওই দুরাচার দেবকীপ্রসাদকে বধ করবার জন্যে প্রয়োজন হলে আমাদের একান্ত অপ্রিয় কার্য্যও নির্ম্মমভাবে সাধন কর্ত্তে হবে—

সকলে। হ্যাঁ হবে—

ভৈরব। রাণী, যখন আমাদের অনুরোধ শুনলেন না—তখন আমরা নিরুপায়! রাণীকে জোর করে সরিয়ে দাও ওখান থেকে।

ভবানী। কি! তোমরা আমায় জোর করে সরিয়ে দেবে!

ভৈরব। প্রয়োজন হলে কিছুক্ষণের জন্যে বন্দিনী করে রাখব—

ভবানী। সাবধান—এখনো বলছি সাবধান—

ভৈরব। যাও, দেখছি কি—রাণীকে বন্দিনী কর—

ভবানী। উত্তম! এসো তাহলে সন্ন্যাসী, তোমার সমস্ত পৌরুষ নিয়ে এগিয়ে এসো! যদি আমি বঙ্গেশ্বরী রাণীভবানী হই—অর্দ্ধবঙ্গের ক্ষুধিত প্রজা নিত্য আমায় যে আকুলকণ্ঠে জননী ভবানী বলে ডাকে—সে আহ্বান যদি তাদের সত্য হয়—নাটোরের জাগ্রত বিগ্রহ মাতা জয়কালীর পুণ্য আশীর্ব্বাদ সত্য সত্য যদি লাভ করে থাকি—রমণী হই, অবলা হই, অস্ত্রহীনা হই—তবু দেখব তোমাদের শৌর্য্য বিক্রম। এসো এগিয়ে এসো...এগিয়ে এসো!

ভৈরব। যাও—যাও—

(সাধু মন্তরামের প্রবেশ)

মন্ত। না—না—আর একপা অগ্রসর হোয়োনা তোমরা!

ভৈরব। প্রভু!

মন্ত। ঐ দেখ, প্রলয়ঙ্কর আঁধার নেমে এলো...মেঘে মেঘে মৃত্যুর দামামা বেজে উঠল! একি! আকাশ—পৃথিবী একসাথে কেঁপে উঠল কেন! বুঝি ধ্বংসের তাণ্ডব সুরু হল! ওরে, তাকিয়ে দেখ ওই দিকপানে, আলুলায়িত কুন্তল, স্রস্ত বসন ভূষণ, চক্ষু কোণে রুদ্রকোপানল...এ কি বিরাট মূর্ত্তি!

ভৈরব। ঐ ঐ আকাশ চিরে বিদ্যুৎ নামে—

মন্ত। না—না—বিদ্যুৎ নয়, ভয়ঙ্করী কালীকার হাতের খড়্গ নেমে আসে! ওরে, দেখছিস্ কি—ও শুধু রাণীভবানী নয়—ওযে দুষ্কৃতদমনে-জাগ্রতা শ্যামাঙ্গিনী বঙ্গভূমি! ওরে প্রণাম কর—প্রণাম কর!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[হিরা ঝিলে সিরাজের প্রমোদ গৃহ। জগৎশেঠ, রাজকৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ, মীরজাফর ও মোহনলাল উপবিষ্ট। নর্ত্তকীদের নৃত্যগীত চলিতেছিল, তার মাঝখানে এঁরা কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন]

রাজবল্লভ। হঠাৎ আমাদের এ আমন্ত্রণের হেতু কি বলতে পারেন শেঠজি ?

জগৎ। সিরাজের সকল আচরণই বিচিত্র রাজা রাজবল্লভ! কখন যে কি খেয়াল হয় তার তা...কেউ বুঝতে পারেনা।

জাফর। ভুলে থাকলে থাকি নিশ্চিন্ত, কিন্তু সিরাজ স্মরণ কল্লেই বুক কেঁপে ওঠে।

রাজা। যা বলেছেন সীপাহ্‌-শালার! সিরাজ কাছে এলেই ভয় করে।

মোহন। আপাততঃ ভয় করে লাভ নেই রাজা রাজবল্লভ; কারণ সিরাজের পরিবর্ত্তে আপনাদের সামনে রয়েছে সুন্দরী বাঈজি। বাংলার অদৃষ্টাকাশে এক একজন দিকপাল আপনারা! ওদের সামনে আপনারা ভয় পেলে লোকে বলবে কি ?

রাজ। সেনাপতি মোহনলাল—

মোহন। আহাহা···থেমোনা থেমোনা...চালাও···এঁরা বড্ড ভয় পেয়েছেন···ধর···ধর বাইজিরা, ভয় ভাঙ্গানি গান ধরো।

(বাইজীদের গীত)

সুন্দরী পঞ্চমে সঙ্গীত গাও
অনুরাগ কুঙ্কুম—রক্তিম নয়নে
বঙ্কিম ভঙ্গিতে চাও।
কেন লজ্জা আনতা হেন
মধু লগ্ন যায়না যেন
আসিবে না পুনঃ বসন্ত নিশি
কেন মিছে বয়ে যেতে দাও ॥
বন্ধুর অন্তরে মঞ্জীর ঝঙ্কারে
চঞ্চল কম্পন তোলো
কুঞ্জবন পথে চলো চলো মনোরথে
সুন্দর ওই বুঝি এলো।
তার অঙ্গগন্ধ মন্দ মন্দ
পবন বিলাও ॥

[দ্বাররক্ষী মহম্মদীবেগের প্রবেশ]

মহম্মদী। শাজাদা !

(সকলে তটস্থ হইয়া উঠিল)

রাজ। এঁ্যা...শাজাদা ! কই, নকীব তো তাঁর আগমন ঘোষণা কর্ল্লনা !

(সিরাজের প্রবেশ)

সিরাজ। নকীবকে ঘোষণা কর্ত্তে আমিই নিষেধ করেছি রাজা রাজবল্লভ। প্রমোদ গৃহে আপনাদের আমন্ত্রণ...এখানে আপনারা সিরাজের অন্তরঙ্গ বন্ধুস্থানীয় ; দরবারী রেওয়াজ এখানে ভাল লাগে না। আসুন, আমরা সবাই মিলে প্রিয়-বান্ধবের মত আলাপ আলোচনা করি।

রাজ। বাংলার ভাবী নবাবের উপযুক্ত মহানুভবতা।

সিরাজ। আপনাদের সবার এই মত?

সকলে। নিশ্চয়!

সিরাজ। আমি কিন্তু বলি এটাও আপনাদের দরবারী চাল! রাজা রাজবল্লভ, বাংলার মানুষ জানে—সিরাজ উচ্ছৃঙ্খল, সিরাজ ব্যাভিচারী, সিরাজ উদ্ধত লম্পট! সিরাজের এ কলঙ্ক কালিমায় নিপূণ চিত্রকরের মত বর্ণবিন্যাস কর্চ্ছেন আপনারা—এই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ধনকুবের জগৎ-শেঠ, সীপাহ্‌শালার মীরজাফর, এমন কি স্বয়ং আপনি রাজা রাজবল্লভ।

জগৎ। এ অভিযোগ আমরা অস্বীকার করি! আমরা কখনও সিরাজ চরিত্র নিয়ে—

সিরাজ। আলোচনা করেন না?

রাজ। এরূপ দোষারোপ করলে আমাদের ওপর অবিচার করা হবে!

সিরাজ। রাজা রাজবল্লভ! ভুলবেন না—এটা বিচার সভা নয়··· প্রমোদ গৃহ। বেশতো, অবিচার যদি করেই থাকি, সেই অবিচার অনিয়মই তো এখানকার ধর্ম্ম! থাকগে ওসব কথা, যেজন্যে আপনাদের আমন্ত্রণ করেছি; আমি এইমাত্র বিদ্রোহী শওকৎ জঙ্গকে শাসন করে পূর্ণিয়া হতে ফিরে এসে দেখি...আমার শ্রদ্ধেয় মাতামহ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এ সময়ে তাঁকে রাজ-কার্য্যের গুরুদায়িত্ব হতে যতখানি মুক্ত রাখা যায় ততই মঙ্গল!

রাজ। শাজাদা উপযুক্ত...তিনি উপস্থিত থাকতে—

সিরাজ। আমার রাজ্যশাসনে উপযুক্ততা নির্ভর কচ্ছে তো আপনাদের সমবেত উপদেশ ও সহায়তার ওপরে! আপনারা আমার পার্শ্বে এসে দাঁড়ান ; আমায় বন্ধুর মত উপদেশ দিন ...আমায় পিতার মত শাসন করুন—আমার সমস্ত ভুল-ত্রুটি ভাই এর মত ক্ষমার চক্ষে দেখে আমায় ভালবাসার স্পর্শ দিন! মুর্শিদাবাদের সিংহাসনকে ধারণ করে রয়েছেন আপনারা ... আপনারাই বাংলার নবাব-শক্তির স্তম্ভ স্বরূপ! আপনারা যদি অনুরাগ দিয়ে, প্রীতি দিয়ে আমায় সঞ্জীবিত না রাখেন তো আমি শাসনরশ্মি ধারণ কর্ব্ব কেমন করে!

জগৎ। আমাদের সহযোগীতা আপনার আহ্বানের অপেক্ষা কচ্ছে শুধু! আপনি ডাকলে আমরা নিশ্চয়ই আপনার পার্শ্বে এসে দাঁড়াব!

সিরাজ। দাঁড়াবেন! কিন্তু বিপদের সময় আমায় ছেড়ে যাবেন না তো?

রাজ। না কখনও না—আমরা প্রতিজ্ঞা কচ্ছি শাজাদা!

সিরাজ। প্রতিজ্ঞা কচ্ছেন! কিন্তু আমার ভয় হয় ..এ প্রতিজ্ঞা বুঝি এই হীরা ঝিলের প্রমোদ গৃহের মধ্যেই আবদ্ধ থাকলো! হীরা ঝিলের বাইরে যখন আপনারা পা বাড়াবেন···এ প্রতিজ্ঞার কথা তখন আর আপনারা দয়া করে স্মরণ রাখবেন না!

জাফর। শাজাদা কি তেমন কোনো প্রমাণ পেয়েছেন?

সিরাজ। না পাইনি! কিন্তু তবু···তবু আমার মনে হয়···হ্যাঁ...প্রতি নিশিথে আমি স্বপ্নে দেখে থাকি—বাংলার মেঘ-গম্ভীর

আকাশের নীচে অসহায় শিশুর মত দাঁড়িয়ে আছি আমি ! অকস্মাৎ পশ্চিম দিগন্ত কাঁপিয়ে বাজা বিদ্যুৎ চমকে উঠল , দেখতে দেখতে এল ভীষণ ঝড ; বনস্পতিব শাখায় শাখায় জাগল আর্ত্তনাদ। সেই প্রলয় তাণ্ডবেব ভেতব আশ্রয় লাভেব জন্যে ছুটে গেলুম দ্বাব হতে দ্বাবান্তবে ! সবাই আমায় দেখে দ্বাব রুদ্ধ কবে দিল ! রাজা বাজবল্লভ, জগৎ-শেঠ, বাজা কৃষ্ণচন্দ্র,জাফব আলীখাঁ কেউ আমাকে আশ্রয় দিলেনা। তখন...তখন নিরুপায় হযে আকাশে মুখ তুলে আবেদন জানালুম—নেমে এল অজস্র বৃষ্টিধাবাব সঙ্গে মৃত আলীবর্দ্দির তপ্ত অশ্রুধাবা। বাংলাব মাটীতে তাকালুম... মাটী ভেদ কবে উঠল সর্পিল নীলবাষ্পেব মত মৌনা মৃত্তিকা-জননীর রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ! সামনে তাকিয়ে দেখি—মুক্ত খঞ্জব হাতে দাঁড়িযে—

(মহম্মদীবেগের প্রবেশ)

মহম্মদ। হজবৎ—

সিরাজ। ...এই—এই মূর্ত্তি ! তুমি...তুমি কে—মৃত্যুদূত ?

মহম্মদী। হজবৎ, আপনার গোলাম—মহম্মদী বেগ।

সিরাজ। মহম্মদী বেগ। ও ! কি সংবাদ ! (মহম্মদীব সিরাজকে একখানি পত্র দান) আপনারা...আপনাবা তাহলে আজকেব মত···(সকলের প্রস্থান) বাঁদীকে বল, আমি যাচ্ছি মহম্মদী বেগ—না.. এইখানে ..বেগমকে এইখানে পাঠিয়ে দে—(মহম্মদীর প্রস্থান) হীবা ঝিলেব এই কক্ষের বাইরে পা বাডাতে কেন জানিনা বুক কেঁপে উঠছে !

(লুৎফা উন্নিসার প্রবেশ)

লুৎফা। হজরৎ!

সিরাজ। কে!

লুৎফা। আমি লুৎফা!

সিরাজ। লুৎফা! এসো সিরাজের যৌবনের স্বপ্ন-সঙ্গিনী...এসো আমার দুঃখারাতের বেদনা সহচরী! সবাই যখন সিরাজকে ছেড়ে দূরে চলে যাবে...তুমি তো আমায় ত্যাগ করবে না প্রিয়তমা?

লুৎফা। আজ এ প্রশ্ন কেন হজরৎ!

সিরাজ। না...কিছু নয়—

লুৎফা। হজরৎ—

সিরাজ। হজরৎ নয়...বল সিরাজ, বল বন্ধু, বল প্রিয়তম! তুমি গান গাও লুৎফা, অনেকদিন তোমার গান শুনিনি। গাও, আমি শুনব!

(লুৎফার গীত)

কি গান শোনাব প্রিয় আজি তোমারে।
যে কথা বলিতে চাই, সবি তার ভুলে যাই,
পরাণ ঝরিয়া যায় নয়ন ধারে।
বনপথে নামে ছায়া, মন পথে কি স্বপন,
মনে পড়ে হারা-দিন, সেই ভীরু আলাপন।
পাখী গায় বহে বায়
জ্যোছনায় নিরালায়
লুটায় চামেলী হেনা সুরভি ভারে॥

সিরাজ। লুৎফা!

লুৎফা। প্রিয়তম!

সিরাজ। পূর্ণিয়া হতে ফিরে এসে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনি…তাই অভিমান করেছ লুৎফা!

লুৎফা। না প্রভু, অভিমান করিনি, একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলুম! তাই পত্র প্রেরণ করলুম।

সিরাজ। তুমি ডেকে না পাঠালেও আমি এক্ষণি যেতুম তোমার কাছে লুৎফা! দাদুসাহেব অসুস্থ…গুরুতর রাজকার্য্যে জড়িত হয়ে পড়েছিলুম বলেই—

লুৎফা। গুরুতর রাজকায্য!

সিরাজ। হ্যাঁ লুৎফা, পূর্ণিয়ায় শওকৎজঙ্গ বিদ্রোহী; লুণ্ঠনকারী মারাঠা বর্গিদের অত্যাচারে বাংলার ভূস্বামী ও কৃষককুল উপদ্রুত। সংবাদ পেলুম তাদের এ উপদ্রব নাকি নাটোর সীমায় পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়েছে!

লুৎফা। নাটোর! হ্যাঁ—ভালকথা…নাটোর থেকে দু'দিন হল আপনার নামে একখানা পত্র এসেছে জাঁহাপনা!

সিরাজ। আমার নামে!

লুৎফা। হ্যাঁ। আপনাকে দেব বলে সঙ্গে এনেছি; কথায় কথায় এতক্ষণ ভুলেছিলুম…এই নিন পত্র।

(পত্র দান ও সিরাজের পাঠ)

সিরাজ। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য—

লুৎফা। কি প্রভু, পত্র পাঠ করে আপনি হঠাৎ এমন বিচলিত হয়ে পড়লেন কেন?

সিরাজ। তার কারণ ঘটেছে লুৎফা। আমার এক ভগ্নী আছেন।

লুৎফা। আপনার ভগ্নী! এতদিন তো শুনিনি!

সিরাজ। শোননি—কিন্তু এক মাতৃগর্ভজাতা না হলেও…এমন কি মুস্লিম রমণী না হলেও…আমি তাঁকে একদিন ধর্ম্মভগ্নি বলে

সম্বোধন করেছিলুম! বহুদিন তাঁর সংবাদ পাইনি—শুধু জানতুম, নাটোরে নাকি তাঁর বিবাহ হয়েছে! সেই ভগ্নীর নিকট হতে এই পত্র।

লুৎফা। তিনি কুশলে আছেন ?

সিরাজ। হয়তো আছেন—কিম্বা নেই—নিজের বিষয় কিছু লেখেন নি! শুধু লিখেছেন...নাটোর রাজ্যে বড় দুর্ব্বিপাক, নাটোরের নবীন শাসক দেবকীপ্রসাদের চক্রান্তে নাটোরেশ্বর রামকান্ত ও রাণীভবানী দেশ ত্যাগ করেছেন; দেবকীপ্রসাদের নির্ম্মম অত্যাচারে নাটোরের অধিবাসীগণ সন্ত্রাসিত!

লুৎফা। প্রভু!

সিরাজ। নাটোরের এ দুর্ব্বিপাকের জন্য কতকটা আমরাই দায়ী লুৎফা! মুর্শীদাবাদের নবাবশক্তি তাকে নাটোর অধিকার করতে সহায়তা করেছে। নবাবী ফৌজ গিয়েছিল তাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে। কিন্তু ভগিনীর পত্রে জানলুম---নবাবী ফৌজকে সে জন্যে কোনো যুদ্ধবিগ্রহ কর্ত্তে হয়নি; রাজা রামকান্ত ও রাণীভবানী বিনা রক্তপাতে সিংহাসন ত্যাগ করে গেছেন। এমন কি আনন্দমঠের বিদ্রোহী সন্ন্যাসী বাহিনী রামকান্তকে সাহায্য করতে গিয়েছিল, কিন্তু রামকান্ত ও রাণীভবানী সন্ন্যাসী বাহিনীকে নিরস্ত করে নিঃশব্দে সিংহাসন দিয়ে গেছেন ঐ দেবকীপ্রসাদকে!

লুৎফা। এখন কি করবেন প্রভু!

সিরাজ। দেবকীপ্রসাদকে প্রশ্রয় দিয়ে যে ভুল করেছি সেই ভুলের সংশোধন কর্ত্তে হবে লুৎফা! দেবকীপ্রসাদ কতকগুলি

দলিল পেশ করেছে নবাব সরকারে...সেই দলিল পরীক্ষা কর্ত্তে হবে। , দলিল পরীক্ষা করে যদি সন্তোষজনক প্রমাণ পাই রাজা রামকান্তের সততার—তাহলে তাকে ফিরিয়ে দেব নাটোরের সিংহাসন। নতুবা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হবে—নাটোরের রাজ্যরশ্মি। সে যাই হোক, দেবকীপ্রসাদের অত্যাচার হতে নাটোবেব মুক্তিই এখন আমার প্রধান কর্ত্তব্য !

লুৎফা। প্রভু !

সিরাজ। আমি অবিলম্বে নাটোর সীমার রামপুর বোয়ালিয়ায় যাত্রা করব ! নিজের চোখে প্রকৃত অবস্থা দেখব !

লুৎফা। তাহলে আপনাব যাত্রার আয়োজন করি ?

সিরাজ। কোনো আয়োজন নয় লুৎফা ! নিঃসঙ্গ পথিকের মত মাত্র জনকতক দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে যাবো।

লুৎফা। হজরৎ ! একটী প্রার্থনা।

সিরাজ। বল—

লুৎফা। যদি পূরণ করেন—

সিরাজ। বল লুৎফা—

লুৎফা। দাসীকে যদি সঙ্গে নেন—

সিরাজ। তুমি যাবে লুৎফা !

লুৎফা। বড় সাধ আমার সেই বহিনকে একবার চোখে দেখব; তাঁকে নাটোর থেকে খুঁজে বার করব, শুধু একবার তাঁকে দেখব !

সিরাজ। বেশ—তবে এস লুৎফা—

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ

(পাগলিনীর গীত)

এই বনে ওগো এই বনে
কনকবরণী জানকী এল কি, রাম রঘুপতি সনে।
চরণ পরশে তার জাগে নিশিগন্ধা
তনুর সুরভি লভি রজনী সানন্দা;
(জাগে) ঝর্ণার ঝর্ঝর, পাতার মর্ম্মর,
ভ্রমর মাতিল গুঞ্জরণে ॥ (প্রস্থান)

(ভবানী ও রামকান্তের প্রবেশ)

রাম। আজ কদিন হোল আমরা নাটোর ছেড়ে এসেছি ভবানী?

ভবানী। প্রায় পক্ষকাল হবে।

রাম। এই পক্ষকাল তুমি আমার সঙ্গে বন বনান্তরে ভ্রমণ কচ্ছ... কভু অর্দ্ধাশনে,কভুবা অনশনে...! সহস্র জনতার মহোৎসব-মুখর রাজধানীতে একদিন মঙ্গল বাদ্য-ধ্বনিতে তোমায় রাজলক্ষ্মীরূপে বরণ করেছিলাম—আর আজ...বনের কাঁটা তোমার পায়ে বিঁধছে—নাটোরের অধীশ্বরী যিনি—আজ তাঁর দীনহীনা ভিখারিনীর বেশ! এ আমি কেমন করে সইব ভবানী!

ভবানী। তাতে দুঃখ কি প্রভু! যেদেশে রঘু-কুল-লক্ষ্মী বৈদেহী এক-দিন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য ত্যাগ করে বনবাসকে স্বর্গবাস বলে জেনেছিলেন--আমি তো সেই দেশেরই কন্যা, সেই দেশেরই বধূ! স্বামী পার্শ্বে বনবাসের এই

দিনগুলি—এ যে আমার জীবনের সর্ব্বপেক্ষা গৌরবোজ্জল অধ্যায় !

রামঁ। ভবানী—

ভবানী। দুঃখ তো সেজন্য নয়—দুঃখ আমার...নাটোরের প্রজাদের কথা ভেবে। মনশ্চক্ষে যেন দেখতে পাই...তাদের পরিম্লান মুখচ্ছবি ! জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার হতভাগ্য সন্তানেরা আমার যেন কত নিপীড়ন সহ্য কচ্ছে ! তারা অন্নাভাবে ক্রন্দন করে বলছে—অন্ন দাও মা ভবানী ! অন্ন দাও মা অন্নপূর্ণা ! কে দেবে অন্ন ! হায় অভাগ্য সন্তানেরা আমার,—তোদের অন্নপূর্ণা নিজে আজ অন্নের কাঙালিনী !

(রামকৃষ্ণের প্রবেশ)

রামকৃষ্ণ। হাঃ হাঃ হাঃ ! পাগলী মা আমার, পাগলী মা।

ভবানী। কে তুমি বালক !

রামকৃষ্ণ। ওরে, অন্নপূর্ণা কি কখনো অন্নের কাঙালিনী হন ! কাঙাল হলেন পাগল ভোলানাথ। অন্নপূর্ণা রাজরাজেশ্বরী রূপে তাঁকে অন্ন বিলিয়ে দেন !

ভবানী। তুমি—তুমি কে ?

রা-কৃ। কেন ! আমি মায়ের ছেলে—আমি তো তোরই ছেলে ! আমায় চিনলিনে পাগলী মা ? ওমা...মাগো !

ভবানী। কি আশ্চর্য্য ! এই আপনভোলা—অপরিচিত বালকের কণ্ঠে "মা" ডাক শুনে...পুত্রহীনা আমি···আমার বুকে এমন স্নেহের সমুদ্র উথলে উঠে কেন ?

রামকান্ত। সত্য বল তুমি কে...কোথায় তোমার বাস?

রা-কৃ। লোকে বলে আমি আটগাঁয়ের রায়বাড়ীর ছেলে! নাম নাকি আমার রামকৃষ্ণ!

রাম। রামকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণকুমার?

রা-কৃ। কে ব্রাহ্মণ—কে শূদ্র? সব মায়ের ছেলে! যে মা ডাকে তার কোলেই যাই; পথে পথে ফিরি, শূদ্রানী মা আদর করে অন্ন দিলে যজ্ঞচরু বলে খাই!

ভবানী। আশ্চর্য্য জ্ঞান এই বালকের! রামকৃষ্ণ, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?

রা-কৃ। তোমাদের সঙ্গে।

ভবানী। হ্যাঁ, আমায় মা বলে ডেকেছ...আমার পাশে থাকবে!

রা-কৃ। হুঁ থাকব—কিন্তু আজ নয়!

ভবানী। কেন?

রা-কৃ। এখনও তোমার সামনে দিনের আলো রয়েছে মা! যখন এ আলো নিভে যাবে—"রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ" বলে আমায় ডেকো মা—আমি এসে দাঁড়াব তখন তোমার সামনে··· স্থির আলোক শিখা নিয়ে।

(প্রস্থানোদ্যত)

ভবানী। রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ—

রা-কৃ। এখন ডাকিসনি মা; আলো রয়েছে এখনও! আমি যে তোর আঁধার রাতের পথিক ছেলে—ওমা, তোর আঁধার রাতের পাগল ছেলে।

(প্রস্থান)

ভবানী। যেন বিদ্যুৎ ঝলকের মত আকাশ হতে নেমে এল, আবার

বিদ্যুৎ ঝলকের মত মিলিয়ে গেল! কে এই দৈবী-প্রেরণাময় বালক! রামকৃষ্ণ—ফেরো—রামকৃষ্ণ!

(সাধু মন্তরামের প্রবেশ)

মন্তরাম। মা—মা—

ভবানী। কে—রামকৃষ্ণ ফিরে এলি!

মন্ত। রামকৃষ্ণ নয়—আমি তোর সন্তান সাধু মন্তরাম।

রাম। সাধু মন্তারাম! তুমি এখানে?

মন্ত। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী; শ্বাপদ-সঙ্কুল বনভুমিই তো আমাদের বাস মহারাজ!

রাম। আর মহারাজ নয়—বল রামকান্ত।

মন্ত। না! স্বেচ্ছায় রাজপদ যে বিসর্জ্জন দিতে পারে···রাজ্যহারা হলেও...আমি তাকে বলি মহারাজ! আমি জীবনে ভুলবো না কখনও সেই স্বর্গীয় জ্যোতির্ম্ময় চিত্র! সমগ্র সন্ন্যাসী বাহিনী তোমাদের রাজত্ব রক্ষায় উদ্যত তরবারি নিয়ে দণ্ডায়মান...আশ্রিত ভয়াতুর শত্রুকে বাঁচাবার জন্যে মা ভবানীর সেদিনকার সেই জগজ্জননী মূর্ত্তি ধারণ! আমি স্তম্ভিত হলাম! মুগ্ধ ভক্তের মত কোষমুক্ত তরবারি মায়ের পদতলে রেখে নিঃশব্দে ফিরে এলাম আমার কানন রাজত্বে!

ভবানী। সাধু মন্তরাম—

মন্ত। কিন্তু অযোগ্য জনকে রাজ্যভার দিয়ে এসেছ মা! দেবকী প্রসাদের অত্যাচারে নাটোরবাসী সন্ত্রাসিত। ফিরে এস—ফিরে এসে গ্রহণ কর তোমার পরিত্যক্ত সিংহাসন।

ভবানী। কেমন করে গ্রহণ করব?

মন্ত। তোমার আজ্ঞায় আমার অপরাজেয় সন্ন্যাসী বাহিনী পরিচালিত হবে। তারা বুকের রক্ত ঢেলে তোমার রাজপথের ধূলি কঙ্কর ধৌত করে দেবে!

ভবানী। কিন্তু আমরা তো আপনাদের সাহায্য গ্রহণ করতে পারিনা!

মন্ত। কেন মা—কি অপরাধ আমাদের?

ভবানী। অপরাধ! অপরাধ নয়—জিজ্ঞাসা করি, এই সন্ন্যাসী বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য কি? কেন আপনারা সন্ন্যাসীর করনীয় পূজা অর্চ্চনা ত্যাগ করে ক্ষত্রিয়-বৃত্তি গ্রহণ করেছেন সাধু মন্তরাম?

মন্ত। উপদ্রুত বঙ্গভূমিকে রক্ষার জন্য মা...হিন্দুর হিন্দুত্বকে সকল অত্যাচার হতে উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করতে।

ভবানী। হিন্দু যদি আজ অত্যাচারিত...সেই হিন্দুত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কি অস্ত্রের সাহায্যে হবে সন্ন্যাসী!

মন্ত। মা!

ভবানী। হিন্দু তার শাস্ত্র ভুলেছে...আচার ধর্ম্ম সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়েছে! হিন্দুর বেদমন্ত্র আজ নীরব, হিন্দুর যজ্ঞস্থলীর হোমাগ্নি আজ নির্ব্বাপিত। মুমূর্ষু হিন্দুকে বাঁচাতে হলে—জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, স্বধর্ম্মে আবার তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। স্বধর্ম্ম আচরণেই হিন্দুর হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠা···অস্ত্র ব্যবসায়ে নয়! যে সন্ন্যাসী সেই ধর্ম্মাচরণ বিসর্জ্জন দিয়ে ক্রোধরূপী চণ্ডালের প্ররোচনায় অস্ত্রধারণ করে···আমি তার সহায়তায় নাটোর তো তুচ্ছ...জগতের সাম্রাজ্যও চাইনা!

মন্ত। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মত-দ্বৈধ আছে মা,—কিন্তু

থাক সে বিতণ্ডায়...আমি তোমায় প্রশ্ন কচ্ছি শুধু···তুমি আমাদের সহায়তায় রাজ্যোদ্ধার করতে স্বীকৃতা নও ?

ভবানী। না!

মন্ত। মহারাজ রামকান্তেরও কি ঐ অভিপ্রায় ?

রাম। ভবানীর অভিমতই আমার অভিমত!

মন্ত। উত্তম! তাহলে শুনুন...আপনারা আমার বন্দী!

রাম। বন্দী! কার আদেশে ?

মন্ত। নাটোরেশ্বর দয়ারাম রায়ের আদেশে।

উভয়ে। নাটোরেশ্বর দয়ারাম!

মন্ত। চমকিত হবেন না। দয়ারাম রায় নবাব সরকারে নাটোরের মূল দলিল পেশ করে প্রমাণ করেছেন যে দেবকীপ্রসাদের দলিল সব জাল। নবাব দেবকীপ্রসাদকে রাজ্যচ্যুত করে নূতন ফরমান দিয়েছেন, সেই ফরমান নিয়ে দয়ারাম রায় রাজ্যোদ্ধারে নাটোর যাত্রা করেছেন। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলে গেছেন—তোমাদের যেখানে পাই বন্দী করে নিয়ে যেতে!

ভবানী। দেওয়ান দয়ারাম রাজ্যোদ্ধার করতে চলেছেন! তিনি আমাদের বন্দী করতে আদেশ দিয়েছেন! নাঃ নাঃ এ অসম্ভব...এ মিথ্যা কথা।

মন্ত। মিথ্যা নয় মা ভবানী। বিনাদোষে আপনারা তাঁকে নাটোর হতে নির্ব্বাসিত করেছিলেন—তাই সেই অপমানের শাস্তি গ্রহণ কর্ত্তে হবে বলে আপনাদের এ বন্দীত্ব!

(বংশীধ্বনি ও সশস্ত্র সন্ন্যাসীদের প্রবেশ)

রাম। এ কি ?

মস্ত। নাটোর যেতে এরা আপনাদের দেহরক্ষীর কার্য্য করবে !

রাম। দুর্ব্বৃত্ত মস্তরাম !

ভবানী। ক্রুদ্ধ হয়োনা প্রভু ! পিতৃতুল্য দেওয়ান দয়ারাম রায় সত্যই যদি আমাদের বন্দী করে থাকেন—সে আমাদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এ শাস্তি নয়...পুরস্কার !

তৃতীয় দৃশ্য

নাটোর প্রাসাদের প্রমোদ গৃহ

[বিচিত্র আসনে উপবিষ্ট দেবকাপ্রসাদ। চারিপাশে নকড়ি সামন্ত, যাদব ঘোষাল, নীলমণি সরকার প্রভৃতি ইয়ারগণ উপবিষ্ট ; নর্ত্তকীদের নৃত্যগীত ও মদ্য পরিবেশন]

অনেকে। চালাও নাচ...চালাও গান...জোরসে চালাও—জোরসে চালাও !

(গীত)

পিও পিও ওগো প্রিয় মিঠে সরাব।
তরুণী আঙ্গুর সই দিল ভেঙ্গে দিল এই খুন খারাব।
"পিউ কাঁহা, কাঁহা পিউ"
বিরহী পাখী কাঁদে।
জ্যোছনায় ঢাল মউ
চকোরী সাধে চাঁদে।
বসি মম ফুলবনে শুন বঁধু নিরজনে
রুণুঝুনু ঘুঙুরের প্রেম-আলাপ ॥

যাদব। কেয়াবৎ! কেয়াবৎ! আরে, বাইজি না হলে দরবার জমে! রাজা রামকান্ত ছিল নেহাৎ বেরসিক; যত সব চোর, জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজদের বিচার করতে দরবারে বসত! আর আমাদের মহারাজ দেবকীপ্রসাদ—

দেবকী। ···কেবল আপনাদের মত সাধুসঙ্গ, মিঠে রাঙ্গা.সরাব সঙ্গ, আর সরাবের চেয়েও মিঠে পাৎলা ঠোঁটওয়ালা এই সব সুন্দরী সঙ্গ—এই তেরস্পর্শ নিয়ে প্রমোদ গৃহে বসে দরবার করেন। কি বল বাবা রাঘববোয়াল!

যাদব। আজ্ঞে, আমি রাঘববোয়াল নই...যাদব ঘোষাল।

দেবকী। কিন্তু বোয়াল মাছের মত বিরাট হাঁ করে যে মন দেড়েক মদ্য মারলে বাবা যাদব বোয়াল!

যাদব। আজ্ঞে বোয়াল নয়—ঘোষাল...ঘোষাল।

দেবকী। আহা,তাই মানলুম—তুমি রাঘব গোপাল! সুন্দরীরা, এবার একটু আসর ছাড়! মুর্শিদাবাদের আমদানী সেই রূপসী নর্ত্তকীটীকে এবার বাসর করতে পাঠিয়ে দাও!

নীল। ওগো—যাবার বেলায় এই অধম নীলমণিকে দয়া করে একটু রসিয়ে যেয়ো।

(একজনের মদ্য দান ও সকলের প্রস্থান)

দেবকী। আহা, বাছা নীলমণিরে নীলমণি—
মা যশোদার নীলমণি—
বাঁশী বাজান ছেড়ে দিয়ে এবার লাল পিয়ালার ঠুনঠুনি!
ঐযে বাঈজি এলেন; বাজছে মিঠে ঘুঙুরগুলোর ঝুমঝুমি।

[নর্ত্তকী মদালসার নৃত্য]

দেবকী। অপূর্ব্ব! চমৎকার!

নীল। তোমার পায়ের ছোঁয়ায় আজ সারা নাটোর ধন্য হল—সুন্দরী—

যাদব। তোমার রূপের আলোয় নাটোর আজ রূপের শ্রীক্ষেত্র!

নর্ত্তকী। দেখবেন, এ আগুনে আবার পুড়ে মরবেন না যেন!

দেবকী। সুন্দরী, উনি আমাদের রাঘব বোয়াল! উটিকে আগুনে ঝলসে নিলে মন্দ হবে না।

নর্ত্তকী। মহারাজ কি এবার নাটোর থেকে আমায় রাঘব বোয়াল সেদ্ধ খেয়েই ফিরতে বলেন নাকি!—

দেবকী। না—না—শুধু বোয়াল সেদ্ধ কেন; তার আগেই যে আমার মাথাটী খেয়েছ সুন্দরী মদালসা!

নর্ত্তকী। অমনি অমনি মাথা খাইনে মহারাজ! যাঁরা মাথা এগিয়ে আনেন...শুধু তাঁদেরই মাথার সদ্ব্যবহার করি আমরা! ওরকম ঢের খেয়েছি; কিন্তু ওতে পেট ভরে না—বরং খিদে বাড়িয়ে দেয়! পেট ভরতে তঙ্কা চাই--দয়া করে তার ব্যবস্থা করুন।

দেবকী। সেতো নিশ্চয়; বল বাঈজি, কি চাই!—

(মুকুন্দের প্রবেশ)

মুকুন্দ। হুজুর,—

দেবকী। কে বাবা বাস্তু ঘুঘু—

মুকুন্দ। আজ্ঞে বাস্তু ঘুঘু নয়; চড়ই পাখীর নাচ দেখবেন এখখুনি!

দেবকী। সে কি!

মুকুন্দ। আসুন মহারাজ, রাণীমা ডাকছেন আপনাকে।

দেবকী। এখন নয়...যাও। বল সুন্দরী, কি চাই?

(মুকুন্দের প্রস্থান)

মদা। এ আমার পাঁচ হাজারি নাচ—

দেবকী। কুছ পরোয়া নেই—দেওয়ানজী—

নন্দু। হুজুর—

দেবকী। পাঁচ হাজার লে আও—

নকু। আজ্ঞে পাঁচ হাজার এখন কোথায় মিলেগা? ভাণ্ডার তো ঢুঁ ঢুঁ!

দেবকী। বল কি নকু মামা,—আমায় মদে মেয়ে মানুষে ডুবিয়ে রেখে এর মধ্যে সব ফাঁক করে দিয়েছ! একেবারে তলানিটুকুও রাখনি!—

নকু। শ্রীরামচন্দ্র! হিসেব নিন্ না—এই ধরুন গিয়ে আপনার—

দেবকী। থাক্, মুর্শিদাবাদী বাঈজির সামনে আর আমায় নাকাল কোরোনা কালনিমি মামা! সবইতো তোমার ডান হাত আর বাঁ হাতের লীলে! এখন দিয়ে দাও! না হয় পরে গোটা পাঁচ সাত গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে সুদে আসলে তুলে নিও।

(মুকুন্দের পুনঃ প্রবেশ)

মুকুন্দ। হুজুর—

দেবকী। আবার এসেছ!

মুকুন্দ। রাণীমা আসছেন!—

দেবকী। এখানে! কি সর্ব্বনাশ!

সকলে। আমরা তা হলে উঠি—

(প্রস্থান)

নকু। আমিও বাঈজিকে নিয়ে...

দেবকী। না; বাঈজি, দয়া করে পাশের ঘরে একটু বোস। (বাঈজির প্রস্থান) মামু, তুমি কাছে না থাকলে আমি সব যেন কেমন গুলিয়ে ফেলি; গড্ ডাম হয়ে পাশটীতে বসে থাকো; দেখবে, রাণীকে কেমন শাসন করে ফিরিয়ে দিই—

(সীতাদেবীর প্রবেশ)

সীতা। আমি এসেছি—আমায় শাসন কর।

দেবকী। শাসন করবই তো। আমি রাজমুকুট মাথায় দিয়ে রাজকার্য্যে ব্যস্ত রয়েছি; সহস্র লোকচক্ষুর সামনে পুরাঙ্গনা হয়ে কেন তুমি দরবারে এসেছ ?—

সীতা। মহারাজের দরবার কি এই প্রমোদ গৃহে! এখানে বিচার প্রার্থী জনতা কোথায় ?

দেবকী। তাইতো! ওদের এসময় ধরে রাখলে হোত!

সীতা। মহারাজের রাজকার্য্য কি এই সব শূন্য মদের পিয়ালা নিয়ে! ঘৃণিতা দেহ বিলাসিনি বাঈজি···আর সুরামত্ত পশুদের নিয়েই কি আজকাল নাটোরের এই প্রমোদশালায় দরবার বসছে! উঠে আসুন...উঠে আসুন ও রাজমুকুট ত্যাগ করে।

দেবকী। রাজমুকুট ত্যাগ করব! কেন ? মুকুট পরে বসতে তো আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না! এই তো দিব্যি আরামে ...বুঝিয়ে বলনা নকু মামা!—

সীতা। ছিঃ ছিঃ! নাটোর রাজবংশে এতখানি কলঙ্ক কালিমা লেপন করলেন আপনি! নাটোর দরবার একদিন বরেন্দ্র ভূমির শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, মানী ও সাধু সজ্জনের বন্দনা গানে মুখরিত হত; আজ দরবার হয়েছে প্রমোদ গৃহ! সেখানে আজ বয়ে চলেছে অবাধ বিলাসের বন্যা! এ ধর্ম্মে সইবে না—মহারাজ! এ বিলাসের আসন আপনাকে ত্যাগ করতেই হবে, নাটোর-সিংহাসন আপনাকে ত্যাগ করতে হবে। লক্ষ প্রজার অভি-শাপ আপনাকে সেখান হতে টেনে আন্‌বার আগে চলে আসুন আমার সঙ্গে।

দেবকী। না,আমি যাবোনা। প্রজাদের সাধ্য কি আমায় সিংহাসন হতে নামিয়ে দেয়! তাদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছি—শস্যক্ষেত্র লুণ্ঠন করেছি—আর—আর কি কি করেছি নকু মামা?

নকু। আজ্ঞে, ব্যাটাদের ঝি বউদের টেনে এনে...

সীতা। স্তব্ধ হও! আমায় বলতে হবে না...আমি জানি তোমাদের অকথ্য নির্য্যাতন কাহিনী! উপায় নাই...শক্তি নাই—তাই কেঁদে কেঁদে বিধাতার কাছে রাত্রিদিন প্রার্থনা জানাচ্ছি।

দেবকী। বিধাতা পুরুষ প্রার্থনা শুনেছেন?

সীতা। বিধাতা শুনেছেন কিনা জানি না; কিন্তু বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ভাগ্য বিধাতা সাজাদা সিরাজদ্দৌলা হয়ত শুন্‌তে পাবেন সে আকুল আহ্বান।

দেবকী। সিরাজদ্দৌলা!

সীতা। হ্যাঁ, তোমাদের প্রজা নির্য্যাতনে কোন রকমে ক্ষান্ত করতে না পেরে আমি মুর্শিদাবাদে সংবাদ প্রেরণ করেছি। নিশ্চয় জানি, আমার সংবাদ পেলে সিরাজ কখনো স্থির থাকবে না, এ অত্যাচারের প্রতিকার সে করবেই!—

দেবকী। বটে! এত স্পর্দ্ধা তোমার! তুমি আমার নামে সিরাজ-দ্দৌলার কাছে নালিশ করেছ!

সীতা। আমি তোমার স্ত্রী, আমি আজ নাটোরের রাণী; তোমার মঙ্গলের জন্য...নাটোরের কল্যাণের জন্য—আমি আমার কর্ত্তব্যই করেছি।

দেবকী। কর্ত্তব্য করেছ! আমায় সিংহাসন চ্যুত করবে—তারপর তোমার প্রাণের প্রিয়তম সিরাজ এসে তোমায় মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাবে...কেমন?—

সীতা। স্বামী!—

দেবকী। নির্লজ্জা রমণী! তোমার এতটুকু সঙ্কোচ বোধ হয় না আমায় স্বামী বলে ডাকতে?

সীতা। এসব কি বলছ তুমি! না...তুমি সুরাপানে জ্ঞান শূন্য; তোমার সঙ্গে এখন কথা কইতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়।

(প্রস্থান)

দেবকী। ঘৃণা বোধ করবে না! সতী শিরোমনি! আমি মরবার আগে তোমার মত বিশ্বাস-হন্ত্রীকেও বাঁচিয়ে রেখে যাবো না,...তোমায় হত্যা করে তবে মরবো—

[সীতাকে অনুসরণ করিতেছিল; দেওয়ান দয়ারাম ও সৈনিকগণের প্রবেশ।]

দয়া। দাঁড়াও দেবকী প্রসাদ—এই...বন্দী কর।

[নকুকে বন্ধন]

দেবকী। কে! দেওয়ান দয়ারাম!

দয়া। জীবনে যত পাপ করেছ তার জন্য অনন্ত নরকভোগ করবে। কিন্তু সতীসাধ্বী পত্নীর অবমাননা—পতিব্রতা রমণীর বক্ষ রক্তপাত করলে নরকেও তোমার ঠাঁই হবে না!—

দেবকী। দেওয়ান দয়ারাম—

দয়া! দেওয়ান! না...দেওয়ান নই—নাটোরের দেওয়ানী আমি বহুদিন পরিত্যাগ করেছি। আজ এসেছি তোমার রাজ-মুকুট গ্রহণ করতে!

দেবকী। রাজ মুকুট নেবে...তুমি—

দয়া। হ্যাঁ—উপদ্রুত নাটোরের মুক্তি কামনায় নবাব আলি বর্দ্দির প্রতিনিধি সিরাজদ্দৌলা প্রদত্ত এই ফরমান। তোমায় এই মুহূর্ত্তে নাটোরের রাজ সিংহাসন ত্যাগ কর্ত্তে হবে—সিরাজের এই আদেশ;—আদেশ যাতে অবিলম্বে প্রতি-

পালিত হয়, তার জন্য উপযুক্ত নবাব সৈন্য তোমার প্রাসাদ-দ্বারে। দাও...মুকুট আমায় দাও।

দেবকী। বেশ···মুকুট নাও। কিন্তু দয়ারাম, আমায় দয়াকরে প্রাণ ভিক্ষা দাও,—

দয়া। দয়া! রাজা রামকান্ত, রাণী ভবানীকে রাজ্য হারা করেছ যখন—তখন কোথায় ছিল তোমার দয়া দেবকী প্রসাদ? সহস্র দরিদ্র প্রজার পর্ণকুটীর আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছ, তখন কোথায় ছিল তোমার দয়া? যে বস্তু জীবনে কখনো কারুকে দাওনি...কেমন করে অপরের নিকট হতে তা প্রত্যাশা কর দেবকী প্রসাদ—!

দেবকী। দয়ারাম—দয়ারাম—

দয়া। দয়ারাম আজ নির্দ্দয় পাষাণ! তোমায় দয়াকরবার অধিকার আমার নেই—তোমার বিচার করবেন স্বয়ং ভাবী বঙ্গেশ্বর সিরাজদ্দৌলা। যাও...নিয়ে যাও!—

[দেবকী প্রসাদ ও নকুমামাকে লইয়া প্রহরীদের প্রস্থান]

(সীতার প্রবেশ)

সীতা। এ কি! আমার স্বামীকে বন্দী করে কোথায় নিয়ে চলেছ তোমরা!

দয়া। তুমি ওদিকে যেয়োনা মা, তুমি অন্তঃপুরে যাও।

সীতা। না—না, পথ ছাড়ুন—স্বামী যার বন্দী হয়ে রাজপথে যায়... অন্তঃপুর তার ঐ পথের ধূলায়।

(অনুসরণ)

দয়া। যেয়ো না মা, ফেরো···ফেরো—

(সাধু মন্তরামের প্রবেশ)

মন্ত। দয়ারাম রায়—

দয়া। কে ! সাধু মন্তরাম ! কোন সংবাদ পেলে ?

মন্তানা। বন্দীরা উপস্থিত।

(সন্ন্যাসীগণসহ রাণীভবানী ও রামকান্তের প্রবেশ)

দয়া। বন্দী !—

রাম। হ্যাঁ,আপনার ওপর যে অবিচার করেছি···পিতৃতুল্য মাননীয় আপনি...ভুল বুঝে যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করেছি আপনার কাছে...তার জন্য আমাদের শাস্তি দিন আজকে। ইচ্ছা হয় প্রাণদণ্ড দিন...আমরা মাথা পেতে সে দণ্ড গ্রহণ কর্ব্ব !

দয়া। প্রাণদণ্ড ! না—তাহলে তো ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাবে ! তোমাদের তিলে তিলে নিষ্পেষিত কর্ব্ব—এমন দণ্ড বিধান কর্ব্ব—জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যার গুরুভার তোমাদের বহন করতে হবে ! প্রস্তুত হও রামকান্ত...প্রস্তুত হও ভবানী...সে দণ্ড গ্রহণে প্রস্তুত হও।

উভয়ে। আমরা প্রস্তুত।

দয়া। তা হলে তোমাদের শাস্তি—পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত অর্দ্ধবঙ্গের লক্ষ লক্ষ প্রজার শুভাশুভের গুরুদায়িত্ব পূর্ণ এই পবিত্র রাজ মুকুট ! দেখছ কি তোমরা...উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা কর আমার সঙ্গে—

"জয় মহারাজ রামকান্তের জয়"

"জয় মহারাণী ভবানীর জয়"

(সকলের জয়ধ্বনি)

রাম। দেওয়ান জী ! এই আমাদের শাস্তি !

দয়া। ওরে, তোরা যে আমার ছেলে মেয়ে ! সন্তান যত অপরাধ

করে পিতার কাছে—পিতা কি তাকে শাস্তি দিতে পারে? যাই মহারাজ, বিদায়কালে আমার অন্তরের শুভ কামনা রেখে যাই তোমাদের রাজ উপহার রূপে।

ভবানী। আপনি···আপনি কোথায় যাবেন কাকা!

দয়া। আর ডেকোনা মা! দরিদ্রপ্রজার সামনে মা ভবানী এসে দাঁড়িয়েছেন...ক্ষুধিতের জন্য অন্নপূর্ণা এসে ভাণ্ডারের ভার নিয়ে বসেছেন—ভাণ্ডারের দ্বাররক্ষীর এবার তাই ছুটি।

———

চতুর্থ দৃশ্য

রামপুর বোয়ালিয়ার নিকটবর্ত্তী নবাব শিবির

[লুৎফা উন্নিশা একাকিনী গান গাহিতেছিলেন]

(লুৎফার গীত)

সেদিন আছিল ফাল্গুনি নিশা
চাঁদ চেয়েছিল গগনে,
কি জানি কি ফুল বিলায় সুরভি
নিশুতি রাতের পবনে।
বাতায়নে ছিনু বসি
পথ চেয়ে আন মনে,
শুনি রাখালের বাঁশী
বাজে দূর বেণুবনে।
আলোকে পুলকে নাহিয়া সুরের তরণী বাহিয়া
না জানি কখন তুমি প্রিয়তম
বসেছিলে পাশে গোপনে।

(সিরাজের প্রবেশ)

সিরাজ। লুৎফা —

লুৎফা। প্রভু !

সিরাজ। তোমার অভিলাষ বুঝি পূর্ণ করে উঠতে পারলুম না প্রিয়তমা! গ্রামে গ্রামে অন্বেষণ করলুম, কিন্তু আমার সেই পলাতকা বহিনের কোন সন্ধান হোল না !

লুৎফা। পথশ্রমে আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে প্রভু—এইখানে বসুন, আমি আপনার পদতলে বসে সেবা করি—

সিরাজ। না লুৎফা, পদতলে নয়, আমার পাশটীতে বসো তুমি। সত্যই আমি আজ শ্রান্ত, কিন্তু পথভ্রমণে নয়! শ্রান্তি আমার...বিষাদ আমার এ দেশের অবস্থা দেখে—

লুৎফা। প্রভু—

সিরাজ। নিজের চোখে দেখলাম—বাংলার পল্লী প্রকৃতি পর্য্যাপ্ত ফল-ফুলভারে নত হয়ে পড়েছে। দিগন্ত মেখলা শস্যক্ষেত্রে সোনালী সবুজের লহর বয়ে যাচ্ছে। স্বচ্ছতোয়া নদনদী,গোঠে গোঠে পয়স্বিনী ধেনু...কিসের অভাব বাঙ্গালীর ! এদেশের যেদিকে তাকাই, রস-পরিপুষ্টা শ্যামামৃত্তিকার অযাচিত আশীর্ব্বাণী মূর্ত্তিমতী হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। এত পেল...তবু বাঙ্গালীর এ দুঃখ কেন ? যুগযুগান্তের অভিশাপ কেন বাঙ্গালীকে করে রাখল...পরিশ্রীকাতর, স্বার্থপর, নিন্দাপ্রিয়, স্বজন-বিদ্বেষী !

লুৎফা। প্রভু—

সিরাজ। এমনই বিচিত্র লুৎফা, সামান্য কণামাত্র ধনশস্যের জন্যে তারা যখন গৃহবিবাদে মত্ত হয়ে থাকে...বাইরের লোক এসে তখন লুঠে নিয়ে যায় তাদের শস্যের ভাণ্ডার ! আজ

মারাঠাবর্গী এসে ক্ষেত্রপূর্ণ শস্য লুণ্ঠন কচ্ছে···তাতেও ওদের চেতনা নাই—অথচ সহোদর ভাইকে পর্য্যন্ত দুমুঠো খেতে দেবে, তাও ওদের প্রাণে সহ্য হয় না!

লুৎফা। হজরৎ, বর্গীর উপদ্রব কি এ অঞ্চলে খুবই বেশী?

সিরাজ। সে অত্যাচার বর্ণনা করা যায় না লুৎফা! এখানে এসে সংবাদ পেলাম—তারা নিকটবর্ত্তী অঞ্চলগুলি পঙ্গপালের ন্যায় ছেয়ে আছে! দাদুসাহেব বহুবার চেষ্টা করেছেন মারাঠাদের অর্থদানে তুষ্ট করতে; কিন্তু যত অর্থ পাচ্ছে ততই অধিকতর অর্থের লোভে ওরা বারম্বার বাংলাদেশে অভিযান কচ্ছে। মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে আমি অবিলম্বে এই মারাঠাবর্গী দমনে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করব। (নেপথ্যে কোলাহল) কিসের কোলাহল! কৈ হ্যায়—

(মহম্মদী বেগের প্রবেশ)

মহম্মদী। হজরৎ, নাটোরের সেই বন্দী দুষমণ।

সিরাজ। দেবকীপ্রসাদ! এইখানে নিয়ে আয়! এইখানেই হবে তার বিচার।

লুৎফা। আমি আসি হজরৎ—

সিরাজ। পার্শ্বের কক্ষেই অবস্থান করো লুৎফা—

(লুৎফার প্রস্থান)

(দেবকীপ্রসাদের প্রবেশ)

সিরাজ। তুমি দেবকীপ্রসাদ?

দেবকী। হ্যাঁ হজরৎ—

সিরাজ। তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের বিষয় শুনেছ?

দেবকী। অভিযোগ! কই না! আপনার সৈন্যেরা মিছিমিছি আমায় বন্দী করে—

সিরাজ। স্মরণ রেখো বন্দী, অপরাধীকে আমি শাস্তি দেই—কিন্তু সে শাস্তি ভয়াবহ, নির্ম্মম হয়ে ওঠে তখন—যখন অপরাধী দোষ করে---তা চেপে রাখতে চায়—

দেবকী। হুজরৎ—

সিরাজ। তুমি জালিয়াৎ---জাল দলিলের সাহায্যে নবাব সরকারকে প্রতারিত করে নাটোর রাজ্য অধিকার করেছ; তুমি অত্যাচারী—তোমার পীড়নে সোনার নাটোর আজ উৎসন্ন যেতে বসেছে; তুমি অক্ষম শাসক—তোমার অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে নিত্য নূতন বিদ্রোহী সন্ন্যাসী এবং লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী মারাঠাবর্গী এদেশে স্বেচ্ছাচার চালাচ্ছে।

দেবকী। আজ্ঞে, মারাঠাবর্গী দমনে বাঙ্গলার নবাব-শক্তিই যখন অক্ষম...তখন—

সিরাজ। চুপ রহো বেইমান! বর্গী দমনে নবাবশক্তি সক্ষম কিনা সে বিচার তোমায় করতে হবে না। স্মরণ রেখো, আমি কারো ঔদ্ধত্য সহ্য করিনা; শ্রেষ্ঠি জগৎশেঠ, দুর্ল্ভ রাম, সেনাপতি জাফর আলি, এমন কি ভারতে ক্রমবর্দ্ধমান ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঔদ্ধত্য আমি কখনো ক্ষমার চোখে দেখতে পারিনি! আর তোমার মত নফর কোন সাহসে সিরাজদ্দৌলার সামনে দাঁড়িয়ে তার শক্তিমত্তা বিচার করতে স্পর্দ্ধা করে! এই···কৈ হ্যায়!

দেবকী। হুজরৎ—মার্জ্জনা ভিক্ষা করি---

সিরাজ। মার্জ্জনা শব্দ সিরাজের অভিধানে নেই দেবকীপ্রসাদ! সিরাজ মার্জ্জনা করতে জানলে তার মাতৃস্বসা গুপ্ত-ষড়যন্ত্রকারিণী ঘসেটী বেগমের লালকুঠি ধূলিসাৎ করে দিয়ে তাকে নজর বন্দী করে রাখতাম না! মার্জ্জনা করতে জানলে,

দিল্লীর তরুণী নর্ত্তকী ফৈজী...যাকে একদিন ভাল বেসে-ছিলুম, বিশ্বাস ঘাতকতার অপরাধে সেই ফৈজীর যৌবন-পুষ্পিত দেহ পাষাণ প্রাচীরগাত্রে জীবন্ত প্রোথিত কর্ত্তুমনা! মার্জ্জনা নাই! তোমার মত অপরাধীকে মার্জ্জনা কর্ল্লে খোদার কাছে আমায় অপরাধী হতে হবে। মহম্মদী বেগ—

(মহম্মদীবেগের প্রবেশ)

মহম্মদী। হুজরৎ—

সিরাজ। এই শয়তানকে নিয়ে যাও; এ যেমন নিরীহ নাগরিকদের নির্ম্মম পেষণ করেছে···গৃহহারা মাতা বধুর আর্ত্তনাদে যেমন উল্লাসের হাসি হেসেছে---তেমনি দেবো একে আমরা অমানুষিক দণ্ড! এর দেহের চামড়া খুলে নিয়ে জলন্ত লৌহ শলাকা দিয়ে একে তিলে তিলে দগ্ধ কর···তারপর সেই দেহ খণ্ডবিখণ্ড করে শৃগাল কুকুরকে বিতরণ কর।

দেবকী। হুজরৎ—মেহেরবান—

সিরাজ। যাও...নিয়ে যায়—

(ছুটিয়া সীতার প্রবেশ)

সীতা। রক্ষা করুন হুজরৎ···রক্ষা করুন—

সিরাজ। কে! ভগ্নী...

সীতা। ঐ বন্দী আমার স্বামী—

সিরাজ। তোমার স্বামী! কিন্তু···না না...তবু অপরাধীর দণ্ডবিধান হবেই...যাও—

সীতা। হুজরৎ, স্বামী ছাড়া হিন্দুনারীর যে আর কিছু নেই! আপনার পদতলে বসে—

সিরাজ। ওঠো ভগ্নী, ভয় নেই! যাও মহম্মদী বেগ, দেবকীপ্রসাদ আর আমাদের বন্দী নয়...মুক্ত—

দেবকী। আমার মত অপরাধীকে মার্জ্জনা করলেন জাঁহাপনা !

সিরাজ। হ্যাঁ করলুম মার্জ্জনা—কারণ এমন দেবী যার সহধর্ম্মিনী... সে দানব হলেও...একদিন চেষ্টা করলে দেবতা হয়ে উঠতে পারে।

(প্রস্থান)

দেবকী। সীতা ! এত অপরাধ করেছি তোমার কাছে—মার্জ্জনা করবেনা আমায় ! তুমি যে দেবী !

সীতা। না প্রভু, দেবী নই···আপনার দাসী।

(নেপথ্যে কোলাহল) আগুন—আগুন—

সীতা। একি ! কিসের কোলাহল—

দেবকী। একি ! নবাব শিবিরে যে আগুন লেগে গেল !

[নেপথ্যে ··· "মারাঠাবর্গী ! সামাল সামাল—মারাঠাবর্গী—সরে পড়ুন হজরৎ—মারাঠাবর্গী"]

দেবকী। এইদিকে এসো সীতা...শীঘ্র এইদিকে এসো।

(উভয়ের প্রস্থান)

[মহম্মদীবেগের প্রবেশ]

মহম্মদী। কি সর্ব্বনাশ ! জলস্রোতের মত মারাঠারা চারিদিকে ছেয়ে ফেলেছে, আমাদের শিবিরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ! ওঃ—আগুন...আগুন...পালান হজরৎ, পালান—

(প্রস্থান)

(সিরাজ ও লুৎফার পুনঃ প্রবেশ)

লুৎফা। পালিয়ে আসুন প্রভু---পালিয়ে আসুন।

সিরাজ। কোথায় পালাব লুৎফা—ওদিকে আগুন···এদিকে রুধিরোন্মত্ত মারাঠা বাহিনী ! এ বিপদের সময় কোনদিকে যাবো তোমাকে নিয়ে—

(রাণীভবানীর প্রবেশ)

ভবানী। এইদিকে আসুন হজরৎ, আমার সঙ্গে এই সেতুপথ দিয়ে পরপারে আসুন—

সিরাজ। কে তুমি—

ভবানী। আমি নাটোরের রাণী ভবানী।

উভয়ে। রাণী ভবানী!

ভবানী। আমার রাজ্যসীমায় স্বামী সঙ্গে এসেছিলুম আপনাকে অভ্যর্থনা করতে। শীঘ্র আসুন হজরৎ, আমার স্বামী মারাঠাদের গুলির আঘাতে আহত হয়ে ঐ তোপমঞ্চ নিম্নে অপেক্ষা কর্চ্ছেন।

সিরাজ। অ্যাঁ···মহারাজ রামকান্ত আহত?

ভবানী। ঐ—ঐ মারাঠাদের জয়ধ্বনি...ওরা এসে পড়ল এখানে··· শীঘ্র চলে আসুন হজরৎ···চলে আসুন।

[লুৎফা ও সিরাজকে লইয়া সেতু পার হইলেন···মারাঠাগণ অনুসরণ করিতেছিল··· রামকান্তের তোপধ্বনি ··· সেতু ভাঙ্গিয়া গেল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[নাটোরের জয়কালী মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গন। রাত্রিকাল…ঝড় জল…সন্ন্যাসিনী একাকিনী গান গাহিয়া গেল]

(সন্ন্যাসিনীর গীত)

কালী তুই নাচিস্ কেন
মুণ্ডমালা গলায় পরে।
কেনরে সর্ব্বনাশি, হাতে তোর মুক্ত অসি
রসনায় লেহি লেহি রক্ত ঝরে।
মা বলে মা ডাকতে তোরে
ওমা আমায় ভয় যে করে—
বুঝিয়ে দে তোর চরণে
(কেন) শব হয়ে শিব আছেন পড়ে। (প্রস্থান)

(রামকৃষ্ণের প্রবেশ)

রাম। মা—ওমা—মা—

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী। কে তুমি! ডাকছ কাকে—

রাম। আমি রামকৃষ্ণ...ডাকছি আমার মাকে—

কল্যাণী। কে তোমার মা—

রাম। আমার মা—ঐ মন্দিরে—

কল্যাণী। জয়কালী মন্দিরে! ওখানে তো পূজা কচ্ছের্ন বসে মা ভবানী!

রাম। হ্যাঁ গো, সেই ভবানী মাকেই ডাকছি আমি, মা তো আমার ভবানীই! পথ ছাড়, মায়ের কাছে যাই—মা…মাগো—

কল্যাণী। আঃ চুপ কর! মহারাজ রামকান্ত বন্দুকের গুলিতে আহত হয়েছিলেন, সেই থেকে শয্যাশায়ী! তাঁর অসুস্থতা সহসা ভয়ানক বৃদ্ধি পেয়েছে---মহারাজের রোগমুক্তি কামনায় মা তাই জয়কালীর পূজো দিচ্ছেন---এখন ডেকোনা মাকে—

(প্রস্থান)

রাম। কিন্তু আমার যে এখনই মাকে দরকার! আমি তো অপেক্ষা করতে পার্চ্ছিনা আর! মাগো--মা—ওমা।

(ভবানীর প্রবেশ)

ভবানী। কে ডাকল—কে মা মা বলে আমার ধ্যান ভঙ্গ কল্ল´— কে তুমি—

রাম। আমি সন্তান! ছেলে কাঁদলে মা বুঝি ধ্যান কর্ত্তে পারে? তাইতো উঠে আসতে হল তোমায়!

ভবানী। রামকৃষ্ণ! তুমি আজ এসেছ রামকৃষ্ণ! হ্যাঁ এসো—আজ আমার বড় দুর্দ্দিন।

রাম। জানি মা—তাইতো এই আঁধার রাতে ঝড় জল মাথায় করে ছুটে এলাম তোর পাশটিতে দাঁড়াতে—

ভবানী। এসো রামকৃষ্ণ, স্বামী আমার মরণাপন্ন…তাঁর কল্যাণকামনায় আমরা দুটীতে মিলে মায়ের পূজো করি—

রাম। মায়ের পূজো তুমি করবে কি? তুমিই যে আমার জগদম্বা মা ভবানী!

ভবানী। রামকৃষ্ণ—

রাম। সত্য বলছি মা, লুকোচুরি করিস্‌নি—একবার নিজের ভিতর তাকিয়ে দেখ···তোর মধ্যেই জয়কালী বসে রক্ত-পান করতে চাইছে! আয়...আয় মা ভৈরবী কালী, তোর ছেলে তোর পূজো দিয়ে তোকে শান্ত করবে।

ভবানী। এসব তুমি কি বলছ রামকৃষ্ণ! কার রক্ত কে পান করবে!

রাম। কার রক্ত! হাঃ হাঃ হাঃ—এইবার সত্য হাসালি পাগলি মা! ওরে তুই যে শক্তি, তুই যে রুদ্রানী, তুই যে ছিন্ন-মস্তা কালী—তুই খাবি তোর নিজের রক্ত! রক্ত খেয়ে হাসবি···কাঁদবি...আবার নাচবি তা তাথৈ...তা তাথৈ!

ভবানী। রামকৃষ্ণ...রামকৃষ্ণ—

রাম। দেখ মা, আবার তাকিয়ে দেখ ঐদিক পানে—বাংলার মাটীতে শুয়ে আমার শ্যামা মা। বাংলার আকাশ, প্রান্তর, নদী, পাহাড়,সব সেই শ্যামা মায়ের রঙে রঙে কেমন শ্যামল হয়ে গেছে! শ্যামা কালো...শ্যামাঙ্গিনী বঙ্গভূমি। আমার বাংলার মাটীই...সেই পাগলী মাটী! হ্যাঁ মা, কোথায় যায়—মা বিধবা সেজে কোথায় যায়! হারিয়ে গেল... অন্ধকারে হারিয়ে গেল! মা—ওমা···মা—

ভবানী। রামকৃষ্ণ! একি! মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে! রামকৃষ্ণ!

রাম। (উঠিয়া) নাঃ যায় নি—এই তো পাগলী! হ্যা মা, চোখে জল কেন—তুই যে বঙ্গভূমি...তুই যে সর্ব্বংসহা বসুমতী। বিধবার বেশ—তোকে যেন স্বর্গের জ্যোতি দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছে!

ভবানী। বিধবার বেশ! রামকৃষ্ণ! তবে কি...বুঝেছি, মায়ের অর্চ্চনা করছিলাম...মায়ের প্রত্যাদেশ এই বালকের মূর্ত্তি নিয়ে বুঝি

আমার অনাগত ভবিষ্যতের কাহিনী শোনাতে এল! মা! মা! একি সত্য! এমন নির্ম্মম কঠিন প্রত্যাদেশ পাঠালি জননী!

রাম। ছিঃ—কাঁদতে নেই মা! নিজে কাঙালিনী না সাজলে কি কাঙালের ব্যথা কখনও বোঝা যায়? তুই যে কাঙালের মা! লক্ষ লক্ষ অনাথ আতুরের মা! দুঃখ কি—তোর সব আছে মা, সব আছে; সব থেকেও তোর কিছুই নেই—তুই যে কাঙালিনী সেই কাঙালিনী! একি...এখনো কাঁদছিস মা—

ভবানী। না কাঁদব না—সত্য কথা বলেছ রামকৃষ্ণ! তোমার মুখে শুনছি আজ দেবদূতের অভয়বাণী! আমি মা—লক্ষ কোটি গৃহহারা সন্তানের মা—আমায় তো বিলাসভোগের কণা-মাত্র স্পর্শ করতে নেই; কাঙালিনী হব...নিঃস্ব সন্ন্যাসিনী হয়ে আমি আমার ক্ষুধাতুর সন্তানদের জন্যে আহরণ করে আনব...অমৃতলোকের পীযুষধারা।

(কল্যাণীর ছুটিয়া প্রবেশ)

কল্যাণী। মা...মাগো...সর্ব্বনাশ হয়েছে মা! মহারাজ—

ভবানী। বুঝেছি সন্তান—আমি সব বুঝেছি! মহারাজ নেই—

কল্যাণী। নাটোরের এ সর্ব্বনাশ—

ভবানী। দুঃখ কোরোনা সন্তান; নাটোরের সিংহাসন শূন্য হয়নি! মহারাজ পরলোকে ··· রাণীভবানী সন্ন্যাসিনী ... কিন্তু নাটোরের সিংহাসন শূন্য হবেনা—সেখানে বসবে এই তরুণ সন্ন্যাসী; ভবানীর দেবসন্তান—দেবী-নির্ব্বাচিত এই রামকৃষ্ণ!

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

[তিন বৎসর পরে! কাশী। রাণীভবানীর প্রাসাদ সম্মুখ... আকাশে নবোদিত অরুণ লেখা। নদীর ঘাটে ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন। বেদমন্ত্র নীরব হইলে পুর-কন্যাগণ মাঙ্গলিক গীত গাহিয়া প্রাসাদে চলিয়া গেল]

(পুরকন্যাগণের গীত)

জয় তীর্থ-রাজ কাশী বারাণসী
জয় বরুণা জলধারা পুণ্য অসী ॥
বিশ্বেশ্বর বিরচিত নমো নমো পুতঃ ধাম
সদ্য মোক্ষ লভে জীব লয়ে তব শুভ নাম।
পার্ব্বতীহর তোমার ভবনে দিবানিশি সুখে বসি ॥

(সাধু মস্তরামের প্রবেশ)

মস্ত। ওরা বললে—এই প্রাসাদেই রাণীভবানী বাস করেন। কিন্তু এত ভোরে কি রাণীর দর্শন পাবো! ঐ যে···কে আসছে না এইদিকে এগিয়ে···

[কল্যাণী প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেছিল,···মস্তরাম তাহাকে ডাকিলেন···

মস্ত। মা—

কল্যাণী। কে আপনি।

মস্ত। আমি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী...মা ভবানীর দর্শন আশায় নাটোর থেকে এসেছি।

কল্যাণী। আপনি নাটোর থেকে এসেছেন! প্রাসাদে অপেক্ষা করুন; মা এখনি আসবেন।

মন্ত। কিন্তু···অসময়ে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ---

কল্যাণী। হাসালেন সন্ন্যাসী! মায়ের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে চারিদণ্ড আগে। তিনি ঐ ঘাটে স্নান কচ্ছে্ন। তাঁর পূজার্চ্চনার আয়োজন সম্পূর্ণ...মাকে সেই সংবাদ দিতে যাচ্ছি আমি ঘাটে—

মন্ত। একটি কথা! মা ভবানী রাজ্য ত্যাগ করে কাশীতে এসে এই তিন বছর কি সর্ব্বক্ষণ পূজার্চ্চনা নিয়েই ব্যস্ত রয়েছেন?

কল্যাণী। পূজার্চ্চনা, দান, হোম, যাগযজ্ঞ, কি না কচ্ছে্ন বলুন! এই কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দির, দুর্গাবাড়ী, গোপালমন্দির, তারা-মন্দির, দণ্ডি-ভোজন-ছত্র...সব আমাদের মা ভবানীর নির্ম্মিত! ঐ যে পঞ্চ ক্রোশী তীর্থ দেখছেন···ওর সমস্ত পথ ঘাট মা প্রস্তুত করিয়েছেন! পুণ্যকামী যাত্রীদের সূর্য্যতাপ হতে বাঁচাবে বলে মায়ের আদেশে ওর দুইধারে···চেয়ে দেখুন—কি সুন্দর বৃক্ষবিথি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে!

মন্ত। এত কীর্ত্তি করেছেন মা—এই তিন বছরে! কাশী দেখছি মা ভবানীর কৃপায় নব কলেবর লাভ করেছে! মনে হয়, এ পুরীর প্রতি পাথরে আমার ভবানী মায়ের করুণা মিশিয়ে রয়েছে—

কল্যাণী। সত্যই তাই। প্রতি প্রভাতে স্নানান্তে মা এক একজনা সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণকে একটী করে প্রস্তর নির্ম্মিত বাস-ভবন দান করেন! তাহলে ভেবে দেখুন সন্ন্যাসী, এই তিনবছরে মা কাশীতে কত গৃহ দান করেছেন—

মন্তু। আশ্চর্য্য—

কল্যাণী। ঐ যে—আমার বিলম্ব দেখে মা নিজেই আসছেন! আমি যাই, মায়ের পূজার আসন বিছিয়ে দিইগে—

(প্রস্থান)

(ভবানীর প্রবেশ)

মন্তু। মা—

ভবানী। আপনি...আপনি—

মন্তু। ছেলেকে এরি মধ্যে ভুলে গেলি মা! আমি যে সাধু মন্তুরাম!

ভবানী। সাধু মন্তুরাম! তুমি এখানে—

মন্তু। এসেছি মা, তোরই খোঁজে—

ভবানী। আমার খোঁজে! আমার গৃহে এসো।

মন্তু। না, অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে—আর গৃহে যাবো না—আমায় এখুনি আবার দেশে ফিরতে হবে!

ভবানী। এখনি কেন!

মন্তু। দেশের আজ বড় বিপদ মা! এ সময়ে তোকে একবার নাটোরে ফিরে যেতে হবে—

ভবানী। কি বিপদ মন্তুরাম? আমার রামকৃষ্ণ কুশলে আছে তো?

মন্তু। রামকৃষ্ণ কুশলেই আছেন। ভালো পাগলের ওপর রাজ্য ভার চাপিয়ে দিয়ে এসেছিলি—রাত্রদিন কালী কালী বলে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে! প্রতারক কর্ম্মচারীরা ছলনা করে এক একটি করে জমিদারী নিলামে তুলে নিজেদের নামে কিনে নিচ্ছে। যতই রাজ্য হাতছাড়া হচ্ছে···ততই সে পাগল রামকৃষ্ণ নৃত্য করে বলছে—"যাক বাঁধন খুলে যাক,

বাঁধন খুলে যাক।" কি করেছিস মা! নাটোরে ফিরে আয় শিগগির—

ভবানী। না মস্তরাম, আমি নাটোরে এখন ফিরবনা—আমার কাশীর কাজ তো শেষ হয়নি—

মস্ত। মা!

ভবানী। একদিন তোমায় বলেছিলান—হিন্দুকে বাঁচাতে হলে—হিন্দুকে আবার স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে হবে। হিন্দুধর্ম্মের পুণ্যপীঠ এই কাশীকে কেন্দ্র করে এবার আমি মুমূর্ষু হিন্দুকে নব-জাগরণ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করব স্থির করেছি। হিন্দুর লুপ্ত বেদ আবার উদ্ধার করেছি—নির্ব্বাপিত হোমাগ্নিকে বহু চেষ্টায় আবার পুনরুজ্জীবিত করেছি। দিকে দিকে শোন সামগান ...হবি-গন্ধ-বহ বারাণসীর আকাশ বাতাস। যে ব্রত গ্রহণ করেছি, তা শেষ না হতে, কেমন করে দেশে ফিরব মস্তরাম!

মস্ত। মা,—হিন্দু বাঁচলে, বাঙ্গালী বাঁচলে—এ ব্রত তো পরেও সমাপ্ত করতে পার্ব্বি মা? কিন্তু আজ যে বাঙালীর ঘরে আগুন লেগেছে···সর্ব্বনাশা আগুন। জ্বলে পুড়ে সমস্ত বাংলা বুঝি ধ্বংস হয়ে যায়—

ভবানী! সে কি মস্তরাম—

মস্ত। নবাব আলীবর্দ্দীর মৃত্যুর পর সিরাজ যখন বাংলার নবাব হোলো...স্বার্থপর অমাত্য বান্ধব তার কঠোর শাসনে অতীষ্ঠ হয়ে তার বিরুদ্ধে নানা প্রকার মিথ্যা প্রচার—নানা ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করতে লাগল! স্বীকার করি মা, একদিন আমিও নবাব শক্তির বিরুদ্ধে সন্ন্যাসীবাহিনী গঠন করে-ছিলুম। কিন্তু যখন দেখলুম···নবাবের কুৎসার মূলে রয়েছে

স্বার্থপর বাঙালী প্রজা ; যখন বুঝলুম, নবাবের অত্যাচারের মূলে রয়েছে নবাবের স্বার্থান্ধ কর্ম্মচারীগণ—তখন ত্যাগ করলুম বিদ্রোহের সঙ্কল্প···আকুল হয়ে উঠলুম নবাবের কল্যাণ কামনায়। মুর্শিদাবাদ গিয়ে শুনলুম, জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, রায় দুর্ল্লভ, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করতে! বাংলার সিংহাসন দেবে তারা মিরজাফর খাঁকে!

ভবানী। শেষে এই সঙ্কল্প করল তারা!

মন্ত। হ্যাঁ মা—

ভবানী। রাজবল্লভ প্রভৃতি তাদের মন্ত্রণাসভায় আমার অভিমত চেয়ে পাঠিয়েছিল। আমি বলেছিলুম, সিরাজ এখনও অপরিণত বয়স্ক বালক—তার যদি কোন অপরাধও থেকে থাকে আপনারা তাকে স্নেহের শাসন করুন; কিন্তু তাকে রাজ্যচ্যুত করবার জন্যে বিদেশী কোম্পানীর সাহায্য নেবেন না।

মন্ত। সে যুক্তি তারা শোনেনি মা—পথে আসতে সংবাদ পেয়েছি, পলাশী প্রান্তরে সিরাজের ভাগ্য বিচার কর্ত্তে বদ্ধপরিকর হয়েছে তারা!...এ দারুণ বিপ্লবে, যখন বাঙ্গালীর দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত থাকবে না...তখন তাদের সান্ত্বনা দিতে··· তখন তাদের চোখের জল মুছিয়ে দিতে তুমি বাঙ্গলার বুকে ফিরে যাবে না মা! কোন প্রাণে পড়ে থাকবে তুমি এই দূর বারাণসীতে?

ভবানী। না মন্তরাম, আমি যাবো। আমি বুঝতে পাচ্ছি···পলাশী প্রান্তরে শুধু সিরাজের ভাগ্যবিচার নয়—সমস্ত বাংলার ভাগ্য নির্ণয় হবে ঐ পলাশীতে!

মস্ত। মা—

ভবানী। হতভাগিনী দুঃখিনী মা আমার, বিধাতা এমন করে তোকে অভিশপ্ত করে রাখলেন! এত অনাচার, এত অত্যাচার, এত মৃত্যুর তাণ্ডব তোর ওই কোমল বক্ষ পরে! তবু...তবু কি বিচিত্র মস্তরাম, মায়ের মুখে এখনো কেন ভুবন আলো করা হাসি! এখনো কেন স্বর্ণ-শীর্ষ-শস্য-ফলে মা আমার রাজ রাজেশ্বরী!

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী। মা, পূজা করবে এসো—

ভবানী। থাক কল্যাণী, আজ আর ও পূজা নয়, আজ চলেছি মৃত্তিকা-মায়ের পূজায়, আমার বাংলা মায়ের চরণ তীর্থ দর্শনে। চল কল্যাণী, চল মস্তরাম, বাংলার শ্যামল প্রান্তরে—না না ...বাঙালীর রক্তে রাঙা পলাশী প্রান্তরে।

তৃতীয় দৃশ্য

[পলাশী প্রান্তরে নবাব শিবির...নেপথ্যে তোপধ্বনি]

সিরাজ। পলাশী! সর্ব্বনাশী পলাশী! বাঙালীর বক্ষ রক্তে রাঙা হোল তোর পথপ্রান্তর! এত রক্তপান করেও কি পরিতৃপ্তা হবিনে রাক্ষসী! ঐ রক্তে রঞ্জিত হয়ে পূর্ব্বদিগন্তে কি আবার সিরাজের ভাগ্য রবি...বাঙালীর ভাগ্যরবি— উদিত হবে না!

(দেবকীপ্রসাদের প্রবেশ)

দেবকী। না জাঁহাপনা, সূর্য্য বুঝি পশ্চিমে ঢলে পড়ল…আর উঠবে না—

সিরাজ। কে! দেবকীপ্রসাদ! তুমি—

দেবকী। আপনার কৃপায় জীবন লাভ করে স্বামী স্ত্রী দুটীতে আমরা বাস কচ্ছিলুম দূর গ্রামপ্রান্তে, শান্ত কৃষকের জীবিকা নিয়ে। কিন্তু যখন শুনলুম, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাগ্যবিধাতা মহাপ্রাণ সিরাজদ্দৌলার আজ ভাগ্য বিপর্য্যয়—আমার পত্নী ছুটে গেলেন মুর্শিদাবাদে বিপন্না নবাব মহিষীর পার্শ্বে—আর আমি ছুটে এলুম সহস্র বিপদ জাল জড়িত সিরাজকে সাহায্য কর্ত্তে—এই পলাশী প্রান্তরে! কিন্তু এসে দেখি, আমি তো তুচ্ছ…বুঝি জগৎ বিধাতাও আজ সিরাজের ভাগ্যরবি…বাঙলার ভাগ্য-রবিকে মেঘমুক্ত করতে পারবেন না—

সিরাজ। কেন দেবকীপ্রসাদ…কেন—

দেবকী। কেন! বিশ্বাসঘাতকতার মৃত্যু-হলাহল আজ নবাবের সেনা-দলে সংক্রামিত। সেনাপতি জাফর আলি বাংলার ভবিষ্যৎ নবাবীর প্রলোভনে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রীড়াপুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে আছেন; তাঁর অধীনস্থ বিপুলবাহিনী শত্রুবিনাশে একবারও তাদের তরবারি কোষমুক্ত করলে না!

সিরাজ। কিন্তু—কিন্তু—জাফর আলি যে আমার সামনে পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করেছিলেন—আমার হয়ে কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন! মুসলমান কোরাণ স্পর্শ করে, হিন্দু তার যজ্ঞোপবীত স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করে সে শপথ ভাঙতে পারে…এ আমি কেমন করে বিশ্বাস করি

দেবকীপ্রসাদ! এ শুধু সিরাজকে প্রতারণা নয়—এ যে ধর্ম্মকে প্রতারণা···খোদা তালাকে প্রতারণা! যাক—যাক সে প্রতারক···কিন্তু আমার অন্য সৈন্যাধ্যক্ষ যারা আছে তারা তো যুদ্ধ কচ্ছে দেবকীপ্রসাদ!

দেবকী। অন্য সেনাপতি! রায় দুর্ল্লভ, ইয়ার লতিফখাঁ উৎকোচে বশীভূত। তারা সৈন্যসজ্জা করে যুদ্ধ কচ্ছেনা...নিরপেক্ষ দর্শকের মত যুদ্ধ দেখছে শুধু!

সিরাজ! দেবকীপ্রসাদ! দেবকীপ্রসাদ!

দেবকী। যুদ্ধ কচ্ছিলেন সেনাপতি মীরমদন। বিপক্ষবাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে সেনা পুরোভাগে থেকে তিনি দ্রুতগামী অশ্বকে সম্মুখে চালিত কচ্ছিলেন। এমন সময়ে আম্র-কাননের মধ্য থেকে—

সিরাজ। বল—শীঘ্র বল—আম্রকাননের মধ্য থেকে—

দেবকী। ...একটী অগ্নি গোলার আঘাতে মহাবীর ধরাশায়ী হয়েছেন!

সিরাজ। অ্যাঁ! মীর মদন নিহত! আমার একমাত্র বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর মদন এ জগতে আর নেই! কে...কে তবে আজ পলাশীর কালপ্রান্তরে সিরাজের হয়ে অস্ত্র ধারণ কর্ব্বে!

দেবকী। অধীর হবেন না জাঁহাপনা! এখনো আছেন সেনাপতি মোহনলাল···রয়েছে আপনার বিশ্বস্ত ফরাসী সেনাপতি সিনফ্রে; তারা যতক্ষণ জীবিত, ততক্ষণ নবাবের বাহিনীর পরাজয় অসম্ভব—

সিরাজ। ঐ ঐ মুহুর্মুহু তোপধ্বনি! ঐ তুমুল কোলাহল! কারা এমন তোপ দাগছে! কোম্পানীর তোপ...না আমার—

দেবকী। আমি যাই, দেখে আসছি জাঁহাপনা—

সিরাজ। এসো ··শীঘ্র ফিরে এসো ; নইলে এমন একজনা লোক আমার পাশে নেই ভাই, যাকে বিশ্বাস করতে পারি—

(দেবকীপ্রসাদের প্রস্থান)

সিরাজ। দাদুসাহেব ! বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মহান নবাব,—এমন বিশ্বাস ঘাতকের চক্রান্ত জালে তোমার আদরের সিরাজকে ফেলে দুনিয়া হতে পালিয়ে গেলে তুমি ! শক্তি দাও...সেই সর্ব্বশক্তিমান খোদা তালার কাছ থেকে করুণা ভিক্ষা করে আনো দাদুসাহেব...যেন তোমার মর্য্যাদা···তোমার বংশের মর্য্যাদা—বাংলার মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারি দাদু !

(মোহনলালের প্রবেশ)

মোহন। জাঁহাপনা—

সিরাজ। মোহনলাল ! কি সংবাদ ভাই ?

মোহন। চিন্তিত হবেন না হজরৎ—যুদ্ধের ফল বিশেষ আশাপ্রদ। যদি ইয়ার লতিফ খাঁ, রায় দুর্লভ কিম্বা সেনাপতি জাফর আলিখাঁ—এঁদের একজনাও আমাকে সাহায্য করেন··· তাহলে আর এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের যুদ্ধজয় সুনিশ্চিত ! আমি যাই···আপনি ওদের ডেকে পাঠান জাঁহাপনা !

প্রস্থান]

সিরাজ। না—না বিশ্বাস ঘাতকের আর প্রয়োজন নেই ! আমি নিজে যাবো...নিজে গিয়ে মোহনলালের পার্শ্বে দাঁড়াবো, নিজে যুদ্ধ করে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করবো ! মাহুত, হাওদা সাজাও...আমার হাওদা সাজাও—

(মিরজাফরের প্রবেশ)

মির। নবাব নিজে যুদ্ধে গেলে তাতে বিপদ কারও ঘনীভূত হবে!

সিরাজ। কে! জাফর আলি---

মির। হ্যাঁ জাঁহাপনা! আপনি যুদ্ধে যাবেন কেন? সমস্ত সৈন্য আপনাকে রক্ষা করতে ব্যস্ত থাকবে...তাতে বিপক্ষ সৈন্য আরও সুযোগ পাবে নবাবী ফৌজকে আক্রমণ করতে।

সিরাজ। এতই যদি বুঝতে পারেন...তাহলে নিজে যুদ্ধ কচ্ছেন না কেন জাফর আলিখাঁ? আমার সামনে কোরাণ স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করে আপনার এত বড় কৃতঘ্নতা! যান... আপনি বেরিয়ে যান আমার শিবির থেকে..আপনার মুখদর্শন করলেও মহাপাপ!

মির। অনর্থক ক্রুদ্ধ হবেন না জাঁহাপনা! কোরাণ স্পর্শ করে যে শপথ গ্রহণ করেছি···তা আমি অক্ষরে অক্ষরে প্রতি-পালন কর্ব্ব; কিন্তু তা বলে অর্ব্বাচীন মোহনলালের ইঙ্গিতে সৈন্য চালনা করব না!

সিরাজ। জাফর আলিখাঁ!

মির। আমাদের অধিকাংশ তোপ বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে... কোম্পানীর গোলাগুলি রক্ষা পেয়েছে আম্রকাননের আবরণে। তারা সুযোগ প্রতীক্ষা কচ্ছে সেখানে থেকে। সেই কাননে প্রবেশ কর্ত্তে গিয়ে অর্ব্বাচীন মীর মদন প্রাণ হারিয়েছে, মোহনলালকেও হারাতে হবে। শুধু বীরত্ব প্রকাশেই যুদ্ধ জয় হয় না জাঁহাপনা, তার জন্যে কৌশলেরও প্রয়োজন। মীর মদন, মোহনলাল উভয়েই নবাবের বিশেষ প্রিয়পাত্র;

ওদের সঙ্গে মতদ্বৈধ ঘটেছে বলেই আমি আপাততঃ যুদ্ধে বিরত রয়েছি।

সিরাজ। জাফর আলিখাঁ···আমি বীরত্ব বুঝিনা...আমি কৌশল বুঝিনা···আমি শুধু চাই—আপনারা আমার মর্য্যাদা রক্ষা করুন···আমার দেশকে রক্ষা করুন।

মির। জাঁহাপনা—

সিরাজ। আপনি আমার নিকট-আত্মীয়—মৃত্যুকালে আমার মাতামহ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ আমাকে আপনাদের হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন। উত্তেজিত হয়ে আমি যদি কখনো আপনার প্রতি অবিচার করে থাকি...আপনাকে অপমানিত করে থাকি, আমাকে সেদিনকার সেই অবোধ বালক জ্ঞানে—এমন বিপদের সময়েও কি আপনি ক্ষমা করতে পারবেন না! আমি যে আপনার পুত্র-স্থানীয়! আপনার সন্তান মীরণের কথা ভাবুন! সে যদি কোন অপরাধ করে···আপনি কি তাকে ত্যাগ করে চলে যেতে পারেন জাফর আলিখাঁ?

জাফর। এসব কথা কেন বলছেন জাঁহাপনা, আমি তো আপনাকে পরিত্যাগ করিনি! শুধু সামান্য মতদ্বৈধের জন্যেই এতক্ষণ—

সিরাজ। আমায় আর ছলনা কর্ব্বেন না! বাসগৃহ যখন অগ্নিদগ্ধ হয় ...তখন মতদ্বৈধ ঘটেছে বলে অগ্নি নির্ব্বাপণের চেষ্টা থেকে বিরত থাকবেন?

জাফর। জাঁহাপনা—

সিরাজ। সিরাজের অপরাধ যদি এমনই অমার্জ্জনীয় হয়...স্পষ্ট করে সে কথা বলুন! সিরাজকে যদি রাজ্য শাসনে অপারগ

বিবেচনা করে থাকেন...বলুন বলুন···সে কথা স্পষ্ট ভাষায়! হতভাগ্য সিরাজ মরে ক্ষতি নাই; সিরাজের জীবনের জন্য ভীতকণ্ঠে আপনার কাছে এ কাতর আবেদন জানাচ্ছি না জাফর আলিখাঁ! আমার আবেদন শুধু এই রাজ মুকুটের সম্মান রক্ষার জন্যে। হিন্দুর গৌরব, মুসলমানের গৌরব, লক্ষ কোটী হিন্দু মুসলমানের জননী-রূপা সমস্ত বাংলার গৌরব-প্রতীক এই রাজমুকুট! সিরাজকে পরিত্যাগ করে যাকে যোগ্য বিবেচনা করেন প্রদান করুন...ইচ্ছা হয় নিজে গ্রহণ করুন এই মুকুট! কিন্তু আপনার পদতলে বসে আমার কাতর প্রার্থনা জাফর আলিখাঁ, হীন ষড়যন্ত্র করে আমার জন্মভূমির সর্ব্বনাশ করবেন না—

(মুকুট মাটীতে রাখিলেন)

জাফর। উঠুন মহান নবাব! বাংলার রাজমুকুট চিরকাল আপনারই মস্তকের শোভা বর্দ্ধন করুক। আমি একদিন কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করেছিলুম—আজ পুনরায় যোদ্ধার চিরসাথী এই তরবারী স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি, আমি সমস্ত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে পুর্ণোদ্যমে যুদ্ধ করব! বিজয়লক্ষ্মীকে সুনিশ্চিত নবাব সিরাজদ্দৌলার অঙ্কশায়িতা করব!

সিরাজ। জাফর আলিখাঁ! আপনি মহান···আপনি উদার!... তাহলে যান, আর কালবিলম্ব না করে যুদ্ধযাত্রা করুন।

মীর। কিন্তু আজ প্রায় দিবাবসান হল! রাত্রিকালে আম্র-কানন মধ্যে সুরক্ষিত ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করা অবিবেচনার কাজ হবে। আমার অভিমত—নবাব সৈন্যদের এখন

আর আম্রকাননের দিকে অগ্রসর না হতে দিয়ে শিবিরে ফিরিয়ে আনাই শ্রেয় !

সিরাজ। এ সময়ে যুদ্ধবিরতি হবে ! কিন্তু মোহনলাল যে সংবাদ পাঠিয়েছে আপনার সাহায্য পেলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে...মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধ জয় কর্ব্বে—

মীর। আমাদের কি অর্ব্বাচিনের আস্ফালন শুনতে হবে জাঁহাপনা ! অনর্থক নিজ পক্ষকে হতবল করে কোন লাভ নেই—আপনি এখনই যুদ্ধবিরতির আদেশ দিন...নইলে সমূহ বিপদ ঘটবে—

সিরাজ। বেশ—এই নিন আমার মোহরাঙ্কিত আদেশপত্র ! এই দেখিয়ে মোহনলালকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করুন !

(মোহরদান)

কিন্তু···কাল প্রভাতে—

মির। আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন জাঁহাপনা ! প্রভাতে আমাদের জয় সুনিশ্চিত !

(মিরজাফরের প্রস্থান)

সিরাজ ! যাক—তবু জাফর আলিখাঁ শেষ পর্য্যন্ত আমার স্বপক্ষে এসেছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য ! ঐ তূর্য্যনিনাদে যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হল। কিন্তু ভাবছি...এ আদেশ দিয়ে কি ভাল করলুম ! হয়ত মোহনলাল মনঃক্ষুণ্ণ হবে। তাকে বুঝিয়ে বলব—এ ভিন্ন আমার আর উপায় ছিল না ! বিশ্বাসঘাতকে বেষ্টিত হয়ে—এ দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারলুম না ! তাই জাফর আলির প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়ে তাকে বশীভূত করতে হল ! বীর

মোহনলাল যত অভিমানই করুক...জাফরের সাহায্যে যুদ্ধ জয়ের পর সে নিশ্চয় আমার এ আদেশকে বন্ধুর মত ক্ষমার চক্ষেই দেখবে!

(নেপথ্যে তোপধ্বনি ও কোলাহল)

এ কি! অকস্মাৎ এত কোলাহল কিসের! ওই অগ্নিস্রাবী কামান গর্জ্জন! আমার সৈন্যেরা তো যুদ্ধে বিরত হয়েছে ...তবে এ কামান দাগছে কারা—

(মোহনলালের প্রবেশ)

মোহন। সর্ব্বনাশ হয়েছে হজরৎ—

সিরাজ। কি...শীঘ্র বল—

মোহন। জাঁহাপনার আদেশে আমাদের সৈন্যেরা যুদ্ধে বিরত হয়ে পশ্চাতে অপসরণ কর্ত্তেই আম্রকানন মধ্য হতে ইংরেজসৈন্য পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ করেছে!

সিরাজ। সে কি!

মোহন। কেন যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিলেন হজরৎ! বিশৃঙ্খল হতবল সৈন্যদের যে আর কিছুতে নিয়ন্ত্রিত করতে পার্চ্ছি না! তারা প্রাণভয়ে ইতঃস্তত পলায়ন কচ্ছে—

সিরাজ। চক্রান্ত...জাফরের চক্রান্ত—

মোহন। ঐ শুনুন তাদের হাহাকার ধ্বনি। আমি যাই...শেষ চেষ্টা করে দেখি। হজরৎ, আপনার হস্তী প্রস্তুত... আপনি শীঘ্র মুর্শিদাবাদ চলে যান...জীবন রক্ষা করুন—

(মোহনলালের প্রস্থান)

সিরাজ। না...মুর্শীদাবাদ যাব না—আমি নিজে গিয়ে আমার

সৈন্যদের সামনে দাঁড়াবো ··তাদের উৎসাহিত কর্ব্ব ! তাও না পারি...মরতে হয়—এই পলাশীর প্রান্তরেই বুকের রক্ত ঢেলে বাঙালীর চরম বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করে মরবো। আমার হাতিয়ার—হাতিয়ার—

(প্রস্থানোদ্যত)

(দেবকীপ্রসাদের প্রবেশ)

দেবকী। আর রণক্ষেত্রে নয় জাঁহাপনা ! ঐ শুনুন বিপক্ষ সৈন্যের জয়ধ্বনি--

(নেপথ্যে কোলাহল)

"Long Live King Gorge II, Long Live East India Company, Hip Hip Hurrah !

দেবকী। আমাদের চরম পরাজয় ঘটল জাঁহাপনা ! যুদ্ধে বিরত হয়ে আমাদের চরম পরাজয় ঘটল !

সিরাজ। দেবকীপ্রসাদ--

দেবকী। আপনি যান, জাফর আলি খাঁ। এবার প্রকাশ্যভাবে কোম্পানীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে—সে বাংলার নবাবরূপে ঘোষিত হয়েছে—ঐ ঐ আসছে জাফর আলি আপনাকে বন্দী করতে ! চলে যান হজরৎ ! আপনার হস্তী প্রস্তুত... পলাশীর প্রান্তর হতে চলে যান—

সিরাজ। কোথায় যাবো দেবকীপ্রসাদ ! হতভাগ্য সিরাজের বাংলা দেশে আর কোথায় আশ্রয় রইল ভাই ?

দেবকী। জাঁহাপনা ! বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ভাগ্যবিধাতা মহান সিরাজদ্দৌলা !···

সিরাজ। অশ্রুজল নয় ভাই, এখনো মুর্শীদাবাদ গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব। আমার আত্মীয়, বান্ধব, প্রজা কেউ কি

আমার স্বপক্ষে দাঁড়াবে না—এ দুর্দ্দিনে হতভাগ্য সিরাজকে কি তারা জাফর আলি, জগৎ শেঠ, রায়দুর্ল্লভের মত পরিত্যাগ করবে! নাগরিকদের জনে জনে কাকুতি করবো··· আমার এ পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়ে দিতে! তাদের বশ করতে না পারি—শেষ পর্য্যন্ত—হয় পাটনা···না হয় রাজমহল।

(নেপথ্যে কোলাহল)

["নবাব সিরাজদ্দৌলাকে বন্দী কর··· প্রচুর পুরস্কার পাবে। বন্দী কর সিরাজকে ···প্রচুর পুরস্কার পাবে"]

দেবকী। শুনলেন হজরৎ! আপনাকে বন্দী করলে পুরস্কার! আর কালবিলম্ব নয়—আসুন—আমার সঙ্গে বেশ পরিবর্ত্তন করে, আমার ছদ্মবেশে এই মুহূর্ত্তে আপনাকে পালাতে হবে! আসুন···শীঘ্র আসুন—

(সিরাজের হাত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান)

———

চতুর্থ দৃশ্য

মুর্শীদাবাদ...পথ

(ভিখারিণীর গীত)

নিভিল আলোক শিখা মুছে যায় মরীচিকা
সমীরণ করে হায় হায়।
ভাগিরথী পরপারে, পলাশীর প্রান্তরে,
কে বিধুরা কাঁদিয়া লুটায়।
যেন মণিহারা ফণী, আলু থালু বেশ বেণী,
দু'নয়নে আঁধার ঘনায়।
ঐযে ডুবিল রবি অরুণ করুণ ছবি
ওকি আর উদিবে না হায়॥ (প্রস্থান)

(রাণীভবানী ও মন্তরাম ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন।)

মন্ত। রাজরাণী তুমি মা, মুর্শীদাবাদের প্রকাশ্য পথে দিবালোকে ভিখারিণীর মত চলছে। দাঁড়াও মা, তোমার বাহকদের স্বর্ণ চতুর্দ্দোলা আনতে বলি—

ভবানী। চতুর্দ্দোলা নয় মন্তরাম ··· বাংলায় আজ রাজরাণী নেই... সোনার বাংলা আজ শুধু ভিক্ষুক ভিক্ষুণীর দেশ—

মন্ত। মা—

ভবানী! পলাশীতে সিরাজের পরাজয় হল! মুর্শীদাবাদে কেউ তাকে আশ্রয় দিলেনা—নবাব আলীবর্দ্দীর স্নেহের-পুতুলী তাঁর জীবন সঙ্গিনী লুৎফা উন্নিসার হাত ধরে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন! কোথায় গেলেন...কেউ তাদের সন্ধান জানে না মন্তরাম!

মন্ত। না মা—সিরাজকে ধরিয়ে দিতে পারলে সংবাদদাতাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে...এই ঘোষণা করেছে মীরজাফরের পুত্র দুরাত্মা মীরণ!

ভবানী। কিন্তু এমন পাষাণ হৃদয়—এমন অকৃতজ্ঞ নরাধম কি কেউ আছে...যে সেই পশু-প্রকৃতি মীরণকে সিরাজের সংবাদ দেবে?

(অর্দ্ধোন্মাদের ন্যায় ফকির দানশার প্রবেশ)

দানশা। আছে···আছে—তেমন বিশ্বাসঘাতকও বাংলায় আছে মা!

ভবানী। এ কি! মুসলমান ফকির—

দানশা। চুপ! মুসলমান নই···আমি বেইমান! ফকিরের সাজ পরেছি—কিন্তু আমি অর্থ-গৃধ্নু শয়তান! আজীবন ফকিরের ভেক নিয়ে লোককে ধাপ্পাবাজী দিয়ে টাকা

রোজগার করেছি ; তাই যখন মর্ত্তে বসেছি...অন্ধকার দোজাকে নিয়ে যাবার জন্যে আজরাইল এসে যখন আমার সামনে দাঁড়িয়েছে···তখনও বেইমানী ছাড়িনি ! টাকার লোভে বেইমানীর সেরা বেইমানী করেছি !

ভবানী। কি...কি করেছ তুমি—

দানশা। আমি—আমি নবাব সিরাজদ্দৌলাকে ধরিয়ে দিয়েছি।

ভবানী। ধরিয়ে দিয়েছ !

দানশা। নবাব নৌকায় করে পালাচ্ছিল—তিনদিন খেতে না পেয়ে তার বেগম কাতর হয়ে পড়ল। তখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা সিরাজদ্দৌলা—ভগবান গোলায় আমার দরগায় এসে একমুঠো ভাতের জন্যে হাত পেতে দাঁড়ালেন—তাঁর পায়ের বহু মূল্য জরির জুতো দেখে আমি চিনতে পারলুম যে—এই ছদ্মবেশী নবাব ! খিচুরী রান্না করে খাওয়াচ্ছি বলে তাদের বসিয়ে রেখে, আমি খবর দিলুম মিরজাফরের জামাই মীর কাশিমকে ! তারা সিরাজদ্দৌলাকে বন্দী করে নিয়ে গেল...ক্ষুধিত নবাব আর বেগমের খিচুরী খাওয়া হল না !

ভবানী। ওঃ ! তুমি কি মানুষ !

দানশা। কে বলে মানুষ ? মানুষের খোলস পরেছি ..কিন্তু আমি যে শয়তান ! ঐ...ঐ আজরাইল আমায় দোজাকে যেতে ডাকছে—ওঃ—ঐ আগুন···দোজাকের আগুন আমায় গ্রাস কর্ত্তে ধেয়ে আসছে জলে গেল ! পুড়ে গেল !···আজরাইল, আমায় পুড়িয়ে মারো ক্ষতি নাই—কিন্তু মরবার আগে একবার খোদার কাছে মোনাজাত করে মর্ত্তে দাও...

যেন মুসলমানের ঔরসে আমার মত বেইমান আর একটিও না জন্মায় !

(অগ্নিশিখা বেষ্টিত বিমূঢ়, উন্মত্তের ন্যায় দানশা ছুটিয়া গেল। চেতনাহীন, পাষাণ প্রতিমার মত ভবানী সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন।)

মস্ত। মা! তুমি পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন!

ভবানী। কি করব! আমার এখন কি কর্ব্বার আছে মস্তরাম?

মস্ত। ভেবে দেখ মা—নবাব সিরাজদ্দৌলা যদি বন্দী অবস্থায় পাপাত্মা মীরণের হাতে সমর্পিত হন...তা হলে তাঁর পরিণাম কি ভীষণ হবে!

ভবানী। (রাণী চমকিয়া উঠিলেন) আমি সন্ধান করব...সিরাজকে কোথায় নিয়ে গেল সন্ধান করব!

(প্রস্থানোদ্যত)

(মিরজাফরের প্রবেশ)

মির। সিরাজের সন্ধান কে করে—

ভবানী। মিরজাফর—

মির। একি! প্রকাশ্যপথে নাটোরের মহারাণী!

ভবানী। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজরাজেশ্বরকে যারা শৃঙ্খল পরিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করে—নগণ্য নাটোরের রাণীকে পথে দেখে তাদের এ বিস্ময় কেন?

মির। মহারাণী—

ভবানী। শীঘ্র বলুন জাফর আলিখাঁ, হতভাগ্য সিরাজকে আপনারা কোথায় নিয়ে গেছেন!

মির। আমি তো ঠিক জানিনা—

ভবানী। এখনও প্রতারণা! যে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তার জন্যে ঈশ্বরের বিচারের কথা তুলব না..পরলোকের কথা তুলব না—কিন্তু মানুষ হিসেবে, বাঙালী হিসেবে, সিরাজের নিকট আত্মীয় আপনি, সে হিসেবেও কি আপনার প্রাণে এতটুকু করুণার উদ্রেক হয় না জাফর আলি!

মীর। মহারাণী, আপনাকে লুকিয়ে লাভ নেই। সত্যই আমি বন্দী সিরাজকে এখনও দেখিনি; ইংরেজরাও তার সংবাদ জানেনা। তবে শুনেছি, কাশেম আলি তাকে প্রেরণ করেছে আমার পুত্র মীরণের কাছে।

ভবানী। মিরণের কাছে! কেন?

মীর। মীরণ সেইরূপ ইচ্ছাই প্রকাশ করেছে—

ভবানী। কিন্তু আপনার পুত্র মীরণ যে উদ্ধত দুরাচার···সে কি আপনার অজ্ঞাত জাফর আলিখাঁ? সে যদি সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করে—

মীর। হত্যা করবে!

ভবানী। কেন ভাগ্য-বিড়ম্বিত সিরাজকে মীরণের কবলে পতিত হতে দিলেন! বাংলার মসনদ চেয়েছিলেন—তাতো পেয়েছেন...কেন আর হতভাগ্য সিরাজকে নিপীড়িত দেখতে চান—

মীর। আমি কি করব! মীরণ আমার অবাধ্য সন্তান...সে বড় অভিমানী!

ভবানী। অভিমানী! তাই তার নৃশংস বাসনায় ইন্ধন যোগাতে... বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজ্যচ্যুত নবাবকে তার হাতে

অনায়াসে সমর্পণ কর্লেন! জানিনা—এতক্ষণ হতভাগ্য সিরাজের অদৃষ্টে কি অকথ্য লাঞ্ছনা ঘটছে! জাফর আলি—আমি সিরাজকে দেখতে চাই—তার কাছে আমি যাবো—

মীর। সে কি করে সম্ভব!

ভবানী। আপনি সাহায্য করুন—আমায় এই দয়াটুকু করুন।

মীর। তাও কি হয়! আপনি নাটোরের অসূর্য্যম্পশ্যা মহারাণী ...কারাগারে গিয়ে—

ভবানী। ...বুঝেছি, আপনি আমায় যেতে দেবেন না! উত্তম! তাহলে চললুম আমি ইংরেজ শিবিরে—

মীর। ইংরেজ শিবিরে!

ভবানী। হ্যাঁ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আপনাদের ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে পলাশী যুদ্ধে সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করলেও...তারা স্বাধীন দেশের সন্তান—মানীর মর্য্যাদা তারা বোঝে! আমি সিরাজের অবস্থার কথা তাদের জ্ঞাপন করব। মনে রাখবেন—মুর্শিদাবাদের মসনদ অধিকার করলেও আপনি বাংলার সর্ব্বেসর্ব্বা নন। লোকে আপনার নাম দিয়েছে ক্লাইভের গর্দ্দভ! যে রণকৌশলী ক্লাইভ আপনাকে হাত ধরে সিংহাসনে বসিয়েছে...প্রয়োজন হলে সেই ক্লাইভই আপনাকে সিংহাসন হতে হাত ধরে নামিয়ে দেবে। চলে এসো মন্তুরাম, ইংরেজ শিবিরে!

মীর। না—না আপনি দাঁড়ান মহারাণী! আমি আপনাকে সিরাজের কাছে নিয়ে যাবো। প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি—তার ওপর মীরণকে কোন অত্যাচার করতে দেব না! চলে আসুন আমার সঙ্গে—

(সকলে অগ্রসর হইতেছিলেন…সহসা বজ্রপাতধ্বনি…আকাশে রাশি রাশি মেঘের সঞ্চার…ভীষণ অন্ধকারে প্রলয়ের মাতামাতি সুরু হইল! পায়ের তলায় পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল!)

মীর। একি! সহসা বজ্রপাত হল কেন! চারিদিকে একি অন্ধকার! একি প্রলয়ের ঘনঘটা!

ভবানী। বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েছে মস্তরাম! মানুষের নৃশংসতায় এ বুঝি প্রকৃতির প্রলয় শাসন! ঝড় উঠল…ভীষণ ঝড় উঠল—সেই ঝড়ের হাওয়ায় ঐ শোনো ভেসে আসে কার আর্ত্তি-কাকুতি—"আমার বাংলা—আমার সোনার বাংলা।" চলে এসো মস্তরাম, শীঘ্র চলে এসো জাফর আলি—ঐ ঐ সিরাজ কাঁদছে…"আমার বাংলা—আমার সোনার বাংলা –"

দৃশ্যান্তর

কারাগার অভ্যন্তরস্থ কক্ষ

(অন্ধকার কক্ষে একটী রন্ধ্রপথে অস্পষ্ট এতটুকু আলো আসিয়া বন্দী সিরাজের মুখে পড়িয়াছে।)

সিরাজ। আমার বাংলা! আমার সোনার বাংলা! তাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাবো—

(মীরণের উৎকোচে বশীকৃত…বিবেক-বিচার-বিহীন হিংস্র জানোয়ারের মত সন্তর্পণে মহম্মদীবেগ সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।)

মহম্মদী। পরলোকে—

সিরাজ। মহম্মদী বেগ! তুমি! তোমায় না আমি বড় বিশ্বাসে দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছিলুম—সেই তুমি মিরণের আদেশে আমায় হত্যা করবে! একটু অপেক্ষা কর—মরবার আগে

একবার আমার সোনার বাংলাকে প্রণাম করতে দাও—তুমি মুসলমান,—একবার আমায় খোদা তালার কাছে প্রার্থনা করতে দাও! (নেপথ্যে গমন...মহম্মদীবেগ অনুসরণ করিল।)

মহম্মদী। কোথায় যাবে বন্দী? হাঃ হাঃ হাঃ!

নেপথ্যে সিরাজ। ওঃ! দিলেনা! আমায় প্রার্থনা করবার সময়টুকু দিলেনা! বাংলা! সোনার বাংলা!...

(মীরজাফর, মন্তরাম ও ভবানীর প্রবেশ)

মীর। জাঁহাপনা—জাঁহাপনা—কোথায় আপনি জাঁহাপনা!

(রক্তসিক্ত মহম্মদীর প্রবেশ).

মহম্মদ। জাঁহাপনা! এই রক্ত! সিরাজের রক্ত—

সকলে! ওঃ—

মহম্মদী। আমার পুরস্কার—

[জাফর মুখ ফিরাইলেন...মহম্মদী রাণী ভবানীর সামনে গিয়া হাত পাতিল]

ভবানী। পুরস্কার—

মহম্মদী। উনি দিচ্ছেন না। আপনি দেবেন?

ভবানী। পুরস্কার চাও? পাবে! শুধু তুমি নও! জাফর আলি, মীরকাশিম, মীরন, জগৎ শেঠ, দুর্লভ রায় এবং তাদেরই কৃতকার্য্যের ফলে—সমস্ত বাংলাদেশ পাবে এ বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার—পুরস্কার দাতা ইংরেজ কোম্পানীর কাছে! আর ...সেই সঙ্গে স্বয়ং জগদীশ্বরের কঠোর পুরস্কার নেমে আসছে বাংলার বুকে ..কী ভীষণ দুর্ভিক্ষের আকারে—ঐ দেখ—নেমে আসছে তার সঙ্গে ভয়াবহ জলপ্লাবন...সমস্ত বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করে দিতে!

মস্ত। ওঃ! ডুবে গেল...বাংলাদেশ বুঝি ডুবে গেল!

ভবানী। এস জলপ্লাবন! এস মহামারী! ডুবিয়ে দাও—তলিয়ে দাও—নিশ্চিহ্ন করে দাও বাংলার বুক থেকে বিশ্বাসঘাতকতার মহাপাপ! এস হে প্রলয়ঙ্কর! কঠোর নিষ্পেষণে সমস্ত অন্ধকারকে চূর্ণ করে...বাংলার বুকে কর তুমি নবপ্রভাতের অপূর্ব্ব সূচনা! তোমায় নমস্কার...কোটী নমস্কার।

[...দূরে শোনা গেল আসন্ন প্লাবনের জল-কলরব!...ভয়ার্ত্ত জনগণের আকুল ক্রন্দন!...সিরাজের রক্তরঞ্জিত ভয়াবহ কারা-কক্ষের রন্ধ্রপথে এবার যে রক্ত-আলোশিখা আলুলায়িত কুন্তলা ভবানীর মুখে আসিয়া পড়িল—কে জানে সেই আলো—অস্তাচলের ...কিম্বা উদয়াচলের!...ধীরে ধীরে যবনিকা নামিল।]

শেষ